KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, ঁপ্যারীচরণ সরকারের বাটী
Collection : KLMLGK	Publisher : সাহিত্য-সেবক-সমিতি
Title : প্রয়াস	Size 5" X 7.5" 12.70X 19.05 c.m.
Vol. & Number : ১/৩ ১/৫	Year of Publication : মার্চ, ১৮৯৯ মে, ১৮৯৯
	Condition : Brittle ✓ Good
Editor : অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ্চ ১৮৯৯।

বিশ্লেষিত সূর্য্যকিরণে কৃষ্ণরেখা ১৯২
... ... ১৩৭
চিত্রকরবেশী রাজা (পদ্য) ... ১৪৩
কালিদাস প্রসঙ্গ ১৪৫
কলঙ্কিনী ১৫১
বসন্তের প্রতি (পদ্য) ... ১৬১

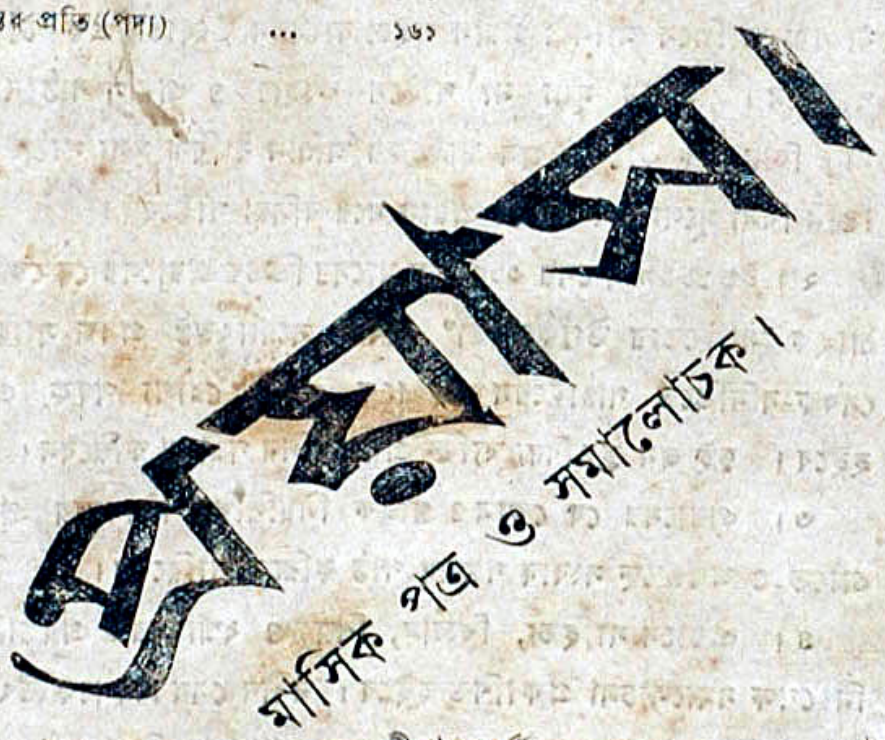

শ্রীভাগবদ্ধর্ম্ম ১৬২
ঘুঘু ১৬৬
ফুলের সাজি ১৭৫
বিবিধ প্রসঙ্গ ১৭৮
প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা ... ১৯০

সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত।
(৩২।৭, বিডন ষ্ট্রীট, ৺প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের বাটী)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০। এই সংখ্যার মূল্য ৶০।

এই সংখ্যার লেখক ও লেখিকাগণের নাম।

শ্রীগিরীশচন্দ্র লাহা, এম্, এ, শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী, শ্রীবিপিন বিহারী সেন গুপ্ত বি, এ, শ্রীরসময় লাহা, শ্রীবসন্ত লাল মিত্র, শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার, এম্, এ, শ্রীমন্মথ নাথ সেন, শ্রীমতী গিরিবালা দাসী, শ্রীনগেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা বসু, শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা দাসী, শ্রীদ্বিজপদ দেব শর্ম্মা, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

প্রয়াস সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

১। প্রয়াসের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত দেড় টাকা। যাঁহারা আপিসে আসিয়া প্রয়াস লইয়া যাইবেন তাঁহারা এক টাকায় পাইবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও প্রয়াস পাঠান হয় না। যিনি এক কালে ৫ জন গ্রাহকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন তিনি বিনা মূল্যে এক বৎসর প্রয়াস ঘরে বসিয়া পাইবেন।

২। ইং ১৮৯৯ সালের ৩১শে মে মাসের ভিতর প্রয়াসের যে কোনও গ্রাহক "সাহিত্যের উপকারিতা" বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সাহিত্য-সেবক-সমিতিতে পাঠাইবেন তাঁহাকে একটী রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। দুই জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রবন্ধগুলির পরীক্ষা করিবেন।

৩। প্রয়াসের যে কোনও গ্রাহক নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতে পারিবেন।

৪। প্রয়াসে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি ও নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ প্রদান "প্রয়াসের" মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও যোগ্যতার বিচার না করিয়া উৎসাহ দান অসম্ভব একথা যেন সকলের স্মরণ থাকে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম বা অন্য কিছু জানিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিতে হইবে। মনিঅর্ডার শ্রীরামপ্রসাদ মিত্রের নামে পাঠাইবেন।

সাহিত্য-সেবক-সমিতি,
(স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের বাটী)
৩২।৭ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রয়াস প্রকাশকের অনুমত্যনুসারে এস্, কে, সাহা দ্বারা এল্ম্ প্রেসে মুদ্রিত।

The Private Secy. to His Excellency, the Viceroy writes to the Hony. Secy., "Sahitya Sebak Samiti" :—

GOVERNMENT HOUSE
Calcutta, the 20th February 1899.

DEAR SIR,

I have, in accordance with your request submitted to His Excellency the Viceroy the address from the "Sahitya Sebak Samiti" enclosed in your letter of the 13th Instant.

His Excellency was interested in the explanation given in the address of the object which the Association has set before it, an object which he wishes me to say has his full sympathy, and he trusts that the efforts of the Association will be continued with success.

বড়লাট মহোদয়ের প্রাইভেট্ সেক্রেটরি সাহিত্য-সেবক-সমিতির সেক্রেটরিকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবার্থ।

"মহাশয়,

আপনার অনুরোধ মতে সাহিত্য-সেবক-সমিতির ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখের অভিনন্দন পত্র বড়লাট বাহাদুরের সমীপে প্রদান করিয়াছি।

অভিনন্দন পত্রে সমিতির উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বড়লাট বাহাদুর প্রীত হইয়াছেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং যাহাতে সমিতির প্রয়াস উত্তরোত্তর সফল হইতে থাকে তৎকামনা করিয়াছেন।"

প্রয়াস।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। মার্চ্চ, ১৮৯৯ সাল। তৃতীয় সংখ্যা।

বিশ্লেষিত সূর্য্য কিরণে কৃষ্ণরেখা।

যদি কোনও সম্পূর্ণ অন্ধকারময় গৃহমধ্যে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া ক্ষীণ সূর্য্যালোক আসিতে দেওয়া হয় ও যদি ঐ ক্ষীণ সূর্য্যালোক লম্ব-ভাবে (normally) শুভ্র প্রাচীর বা তিরস্করিণীর (screen) উপর পতিত হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের গোলাকার শুভ্র প্রতিবিম্ব ঐ প্রাচীর বা তিরস্করিণীর উপর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ রবি কিরণের পথে একখণ্ড তিনটী পলযুক্ত কাচ বা ঝাড়ের কলম (prism) রাখিলে ঐ আলোক ঐ কাচ খণ্ড হইতে বহির্গমনকালে পূর্ব্ব পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভিন্নদিকে গমন পূর্ব্বক যথাক্রমে লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল ও ভায়লেট এই সাত বর্ণের কিরণে বিশ্লিষ্ট বা বিভক্ত হয়। এই জন্য প্রাচীর বা তিরস্করিণীর উপর শুভ্র গোলাকার সূর্য্যবিম্বের একটী ক্ষুদ্রায়তন সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র বিশিষ্ট ছায়া (image of a many coloured band) দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ছায়ায় (spectrum) ঐ সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র সকল যথাক্রমে পরস্পরের উপর আংশিক ভাবে পতিত হয় সুতরাং তাহাদিগকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না।

আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র (spectroscope) সাহায্যে আমরা সূর্য্যালোকের বিশ্লেষিত ছায়ায় (solar spectrum) লোহিতাদি সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র সকল যে কেবল মাত্র সুস্পষ্ট দেখিতে পাই তাহা নহে, ঐ ক্ষেত্র সমূহে বহু সংখ্যক কৃষ্ণ রেখা (darklines) এবং কতকগুলি উজ্জ্বল রেখাও আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সকল কৃষ্ণ রেখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেন যে আমরা বিশ্লেষিত রবি কিরণের ছায়ায় ঐ সকল রেখা দেখিতে পাই তাহার কোনও বিশদ ব্যাখ্যা কেহই করিতে পারেন নাই। ঐ সকল রেখা সম্বন্ধে যে কোনও সঙ্গত নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে, ইহাও কোন কোন বৈজ্ঞানিক সম্ভবপর বিবেচনা করিতেন না।

পূর্ব্বোক্ত খৃষ্টাব্দে কার্কফ (Kirchoff) সর্ব্ব প্রথম বিশ্লেষিত রবি কিরণের ছায়ায় (solar spectrum) কৃষ্ণ রেখা সমূহের প্রকৃত তথ্য নিরূপণে সমর্থ হন। তিনি কিরূপে ও কেন ঐ সকল কৃষ্ণ রেখা, বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকে পরিলক্ষিত হয় তাহা পরীক্ষা (expriment) দ্বারা স্থিরীকৃত করেন।

কার্কফ পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যে বায়ুরাশি (atmosphere) সূর্য্য মণ্ডল পরিবেষ্টন করিয়া আছে সেই বায়ুরাশিস্থ মৌলিক পদার্থের বাষ্প (Vapour) বর্ত্তমান থাকা প্রযুক্ত বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকের ছায়ায় কৃষ্ণ রেখা সকল দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ঐ ছায়ায় পরিলক্ষিত কৃষ্ণ রেখা সকলের অবস্থিতি স্থান সমূহ হইতে ঐ সকল মৌলিক পদার্থ নির্ণীত হইতে পারে।

এই সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইবার পর হইতে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে অনেকানেক অভিনব ও অজ্ঞাত বিষয় সহজেই স্থিরীকৃত হইতেছে।

নিউটনের আকর্ষণ নিয়ম (Law of Gravitation) দ্বারা যেমন গ্রহ নক্ষত্রাদির কক্ষ, পরিমাণ, ও গুরুত্বাদির নিরূপণ আমাদের সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে, তদ্রূপ কার্কফের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা নক্ষত্রাদির উপাদান এবং গ্রহ সকল স্বয়ং তেজোময় কিনা ও তাহাদের প্রকৃতি বিষয়ক অনেক তথ্য সহজেই আমাদের বোধগম্য হইতেছে।

সূর্য্য মণ্ডল বেষ্টনকারী বায়ুরাশিতে যে মৌলিক পদার্থের বাষ্প বিদ্যমান আছে তাহা বিশ্লেষিত সূর্য্য কিরণ ছায়ায় (solar spectrum) পরিলক্ষিত সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্রস্থিত কৃষ্ণ রেখা সকল হইতে কিরূপে স্থিরীকৃত করিতে পারা যায়। এক্ষণে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব। কিন্তু বোধ সৌকার্য্যার্থ অগ্রে মৌলিক পদার্থের দীপ্ত বাষ্প (incandescent vapour) হইতে বিনির্গত আলোক বিশ্লেষিত করিলে যে মূল কিরণের ছায়া (spectrum) দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ লিখিত হইল।

সাধারণ দীপালোক (যেমন বাতি বা স্পিরিটল্যাম্পের আলোক), গ্যাসালোক কিম্বা বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর অঙ্গারমুখদ্বয় জাত (emitting from the carbon terminals of an electric battery) তাড়িতালোক বিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষিত করিয়া দেখিলে যে ছায়া দেখিতে পাই সেই ছায়ায় ব্যবধান রহিত (continuous) লোহিতাদি সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র বর্ত্তমান থাকে। এই সাতটি ক্ষেত্রে কোনও কৃষ্ণ রেখা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যদি একটী সিতকাঞ্চন তারের (platinum wire) এক মুখ বাঁকাইয়া গ্রন্থির (loophole) মত করা যায় এবং সহজে বাষ্প হইতে পারে এরূপ কোন ধাতুর হরিতজলবণ (chloride) ঐ সিতকাঞ্চনতারের গ্রন্থি মধ্যে রাখিয়া স্পিরিটল্যাম্পের শিখায় বা গ্যাসালোকে যদি দগ্ধ করা যায় তাহা

হইলে এই আলোকের বিশ্লেষিত ছায়ার ক্ষেত্র বিশেষে কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই উজ্জ্বল রেখা সকল আলোকস্থ ঐ ধাতুর দীপ্ত বাষ্প নিঃসৃত রশ্মি হইতে সমুৎপন্ন হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর দীপ্ত বাষ্প নিঃসৃত রশ্মি বিশ্লেষিত ছায়ায় ভিন্ন ভিন্ন উজ্জ্বল রেখা উৎপাদন করে।

আমরা সচরাচর যে লবণ ব্যবহার করি তাহাতে লবণক (sodium) আছে। এই লবণ স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় দগ্ধ করিলে শিখাস্থ দীপ্ত লবণক বাষ্প (incandescent sodium vapour) হইতে নিঃসৃত রশ্মি বিশ্লেষিত ছায়ায় পীত ক্ষেত্রে দুইটী অতি সন্নিকট উজ্জ্বল পীত রেখা সমুৎপাদন করে। এইরূপ দীপ্ত ক্ষারক বাষ্প (incandescent potassium vapour) লোহিত ও ভায়লেট ক্ষেত্রদ্বয়ে কতিপয় উজ্জ্বল রেখা প্রদান করে। লিথিয়ম (lithium) থ্যালিয়ম (thalium), ইণ্ডিয়ম্ (indium), সিজিয়ম (cæsium) রুবিডিয়ম্ (rubidium), ষ্ট্রন্‌সিয়ম (strontium), চূর্ণক (calcium) এবং বেরিয়ম্ (barium) এই সকল ধাতুর বাষ্প বিনির্গত রশ্মি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে বিশ্লেষণ হইয়া থাকে।*

যে ধাতু স্পিরিট ল্যাম্পের বা গ্যাসের আলোকের তাপে বাষ্প হয় না সেই ধাতুর দীপ্ত বাষ্পালোক নিম্নলিখিতরূপে বিশ্লেষিত করিতে পারা যায়। ঐ ধাতুর হরিতজ লবণ (chloide) জলে দ্রব করিয়া দুই খণ্ড অঙ্গার ঐ জলে সংসিক্ত করিলে অঙ্গার খণ্ডদ্বয়ে যথেষ্ট পরিমাণে উক্ত লবণ সঞ্চিত হইবে। এখন এই দুই খণ্ড অঙ্গার ব্যাটারীর

* এই ধাতু সকলের মধ্যে লিথিয়ম, থ্যালিয়ম, ও ইণ্ডিয়ম্ ধাতুর দীপ্ত বাষ্প লবণক বা সোডিয়মের দীপ্ত বাষ্পের মত বিশ্লেষিত ছায়ার ক্ষেত্র বিশেষে রেখাদ্বয় প্রদান করে। অপর গুলি বেশী রেখা প্রদান করে।

মুখদ্বয়ে (terminals) সংযোজিত করিলে যে তাড়িতালোক ঐ মুখদ্বয় হইতে নির্গত হইবে তাহাতে উক্ত ধাতুর দীপ্ত বাষ্প বিদ্যমান থাকিবে সুতরাং ঐ তাড়িতালোক বিশ্লেষণ করিলে বিশ্লেষিত ছায়ায় (spectrum) মূলকিরণের ক্ষেত্রে দীপ্ত বাষ্পোদ্ভূত উজ্জ্বল রেখা সকল দেখিতে পাওয়া যাইবে। লৌহাদি কতিপয় ধাতু সাধারণ তাপে বাষ্পীভূত হয় না, সুতরাং তাহাদের দীপ্ত বাষ্প নির্গত রশ্মি এইরূপে বিশ্লেষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যদি এই সকল ধাতুর মধ্যে কোন ধাতুর দুই খণ্ড তার অঙ্গারের পরিবর্ত্তে ব্যাটারীর মুখদ্বয়ে (terminals) সংযুক্ত করা যায় তাহা হইলে বিশ্লেষিত ছায়ায় ব্যবধান রহিত (continuous) মূল কিরণের ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ ক্ষেত্রে ঐ উজ্জ্বল রেখা সমূহ দৃষ্ট হয়।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকচ্ছায়ায় (solar spectrum) সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক কৃষ্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া যায়; এবং দীপালোক, গ্যাসালোক কিম্বা তাড়িতালোকস্থ যে কোন দীপ্ত ধাতুর বাষ্প নির্গত রশ্মি বিশ্লেষিত ছায়ায় মূল কিরণের ক্ষেত্র বিশেষে কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা সমুৎপাদন করে। এক্ষণে এই সকল উজ্জ্বল রেখার অনুযায়ী কৃষ্ণরেখা সূর্য্যালোকচ্ছায়ায় সপ্ত মূলকিরণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত বহুসংখ্যক কৃষ্ণরেখার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

যেমন স্পিরিট ল্যাম্পের শিখাস্থ দীপ্ত লবণক বাষ্প (incandescent sodium vapour) বিশ্লেষিত ছায়ার পীত ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রেখাদ্বয় সমুৎপাদন করে তাহার অনুযায়ী কৃষ্ণরেখাদ্বয় বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকচ্ছায়ায় পীত ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে লৌহ (iron), বেরিয়ম (barium), চূর্ণক (calcium),

ম্যাগনিসিয়ম (magnesium), ক্ষটিক (aluminum), ম্যাঙ্গানিস (manganese), ক্রোমিয়ম (chromium), কোবাল্ট, (cobal't) নিকেল (nickel), দস্তা (Zinc), তাম্র (copper), এবং টিটেনিয়ম্ (titanium) এই সকল ধাতুর মধ্যে প্রত্যেক ধাতুর দীপ্ত-বাষ্প-জাত-রশ্মি বিশ্লেষণে, বিশ্লেষিত ছায়ার যে যে মূল কিরণের ক্ষেত্রে যে সকল উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাওয়া যায় তদনুযায়ী কৃষ্ণ রেখা সকল বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকচ্ছায়ার সেই সেই ক্ষেত্রে বর্ত্তমান দেখা যায়। এই সৌসাদৃশ্য দেখিয়া স্বতঃই মনে হইতে পারে যে সূর্য্য বেষ্টিত বায়ুরাশিতে (atmosphere) এই সকল ধাতুর দীপ্তবাষ্প বিদ্যমান্ আছে, ও কোনও কারণ বশতঃ বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকচ্ছায়ায় উজ্জ্বল রেখার পরিবর্ত্তে আমরা কৃষ্ণরেখা দেখিতে পাই।

কেন যে উজ্জ্বল রেখার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণরেখা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিনিময় নিয়ম (theory of exchenge) দ্বারা বুঝাইতে ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায়। বিনিময় নিয়মানুসারে যে পদার্থ যে সকল মূল কিরণ বিশিষ্ট রশ্মি প্রদান করিতে পারে সেই পদার্থ কেবল মাত্র সেই সকল মূল কিরণ আদান বা গ্রহণ করিতে পারে ; এবং যদি ঐ পদার্থের তাপ (temperature) আদান এবং প্রদান উভয় কালে সমান থাকে তাহা হইলে ইহার যে কোন মূল কিরণ আদান প্রদান করিবার ক্ষমতা এক হইয়া থাকে।*

উপরোক্ত নিয়মানুসারে বিশ্লেষিত ছায়ায় (Spectrum) ব্যবধান

* Theory of Exchange :—Every substance which emits certain kinds of rays to the exclusive of others, absorbs the same kind which it emits and when its temperature is the same in the two cases compared, its emissive and absorbin g powers are precisely equal for any one elementary ray.—Deschanel's natural Philosophy p. 1074.

রহিত (continuous) লোহিতাদি সপ্ত মূলকিরণের ক্ষেত্র প্রদানকারী কোন আলোকের সম্মুখে কতিপয় মূলকিরণ প্রদানকারী দীপ্ত বাষ্প রাখিলে ঐ দীপ্ত বাষ্প ঐ আলোক নিঃসৃত সপ্তমূল কিরণের মধ্যে কেবল মাত্র সেই মূল কিরণ সকল গ্রহণ করিবে যাহা ইহা প্রদান করিতে পারে।

এখন যদি একটী আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র এরূপ ভাবে স্থাপিত করা যায় যে ঐ আলোক এবং ঐ দীপ্ত বাষ্প নির্গত রশ্মি এককালে ঐ যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষিত হইতে পারে তাহা হইলে নিম্নলিখিত ফলত্রয়ের মধ্যে একটী দেখিতে পাইব।—

১। বিশ্লেষিত ছায়ায় (Spectrum) অবচ্ছেদ রহিত (continuous) সপ্তমূল কিরণের ক্ষেত্র—(যদি আলোকের ও দীপ্ত বাষ্পের উজ্জ্বলতা সমান হয় কারণ এস্থলে দীপ্ত বাষ্প আলোক হইতে যেরূপ উজ্জ্বল যে সকল মূল কিরণ গ্রহণ করিতেছে সেইরূপ উজ্জ্বল সেই সকল মূল কিরণ প্রদান করিতেছে।)

২। বিশ্লেষিত ছায়ার মূল কিরণ ক্ষেত্র বিশেষে কতিপয় উজ্জ্বল রেখা—(যদি আলোকাপেক্ষা দীপ্ত বাষ্পের ঔজ্জ্বল্য অধিক হয়, কারণ এস্থলে দীপ্ত বাষ্প যেরূপ উজ্জ্বল যে সকল মূলরশ্মি গ্রহণ করিতেছে তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর মূল কিরণ বিতরণ করিতেছে।)

৩। বিশ্লেষিত ছায়ার মূল কিরণ ক্ষেত্র বিশেষে কতিপয় কৃষ্ণ-রেখা—(যদি আলোক দীপ্ত বাষ্পাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হয় কারণ এস্থলে দীপ্ত বাষ্প যে সকল উজ্জ্বল যে সকল মূল রশ্মি আলোক হইতে লইতেছে তদপেক্ষা হীনপ্রভ সেই সকল মূলরশ্মি বিতরণ করিতেছে)।

এই তৃতীয় ফল হইতেই বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকের ছায়ায় পরিলক্ষিত কৃষ্ণরেখা সকলের কারণ বুঝাইতে পারা যায় সুতরাং ইহার পরীক্ষা প্রণালী নিম্নে প্রকটিত হইল।

যদি ব্যাটারীর অঙ্গার মুখদ্বয় জাত তাড়িতালোক ও আলোক

বিশ্লেষণ যন্ত্রের ছিদ্র (narrow slit) এই উভয়ের মধ্যে একটি স্পিরিট ল্যাম্পের আলোক এরূপভাবে রাখা যায় যে এই উভয় আলোক উক্ত যন্ত্র দ্বারা এককালে বিশ্লেষিত হইতে পারে তাহা হইলে আমরা ব্যবধান রহিত সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র বিশিষ্ট ছায়া দেখিতে পাইব। এখন যদি স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় লবণ দগ্ধ করা যায় তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বলক্ষিত অবচ্ছেদ রহিত সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র সমূহ মধ্যে পীত ক্ষেত্রে অতি সন্নিকট কৃষ্ণ রেখাদ্বয় দেখিতে পাইব। কিন্তু এখন তাড়িতালোক নির্ব্বাণ করিলে অবচ্ছেদ রহিত সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র সমূহ মধ্যে পীত ক্ষেত্রে কৃষ্ণ রেখাদ্বয় পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল পীত রেখাদ্বয় দেখিতে পাইব। আবার ঐ তাড়িতালোক জ্বালাইলে পীতক্ষেত্রে পুনরায় কৃষ্ণ রেখাদ্বয় দৃষ্ট হইবে। ইহার কারণ এই, স্পিরিট ল্যাম্পের শিখাস্থ দীপ্ত লবণক বাষ্প (incadescent sodium vapour) সপ্ত মূল কিরণের মধ্যে কেবল মাত্র পীত রশ্মি প্রদান ও গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহাপেক্ষা তাড়িতালোক উজ্জ্বলতর বলিয়া ইহা তাড়িতালোক হইতে যেরূপ উজ্জ্বল পীত কিরণ গ্রহণ করিতেছে তদপেক্ষা হীনপ্রভ পীত রশ্মি প্রদান করিতেছে সুতরাং তাড়িতালোকের বিশ্লষিত ছায়ার পীতক্ষেত্রে ইহা কৃষ্ণ রেখাদ্বয় প্রদান করিতেছে। অন্যান্য ধাতব বাষ্প সম্বন্ধেও এইরূপ পরীক্ষা করিতে পারা যায়।

এই সকল পরীক্ষাদি হইতে আমরা সূর্য্য কিরণ সম্বন্ধে বক্ষ্যমান সিদ্ধান্তে উপনীত হই। সূর্য্যালোক প্রধানতঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ স্তর হইতে উদ্ভূত হয়। এই স্তর বেষ্টন করিয়া যদি বাষ্প মণ্ডল না থাকিত তাহা হইলে এই স্তরোদ্ভূত কিরণ বিশ্লেষিত ছায়ায় কেবল মাত্র ব্যবধান রহিত সপ্তমৌলিককিরণক্ষেত্র উৎপাদন করিত।

কিন্তু সূর্য্য বেষ্টিত বায়ুমণ্ডলে যে সকল মৌলিক পদার্থের বাষ্প আছে তাহারা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত স্তর নির্গত আলোক হইতে বিশেষ বিশেষ মৌলিক কিরণ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের তাপ ঐ স্তরাপেক্ষা কম বলিয়া তাহারা যেরূপ উজ্জ্বল যে যে মূল কিরণ গ্রহণ করে তদপেক্ষা হীনপ্রভ সেই সেই মূল কিরণ প্রদান করে। সুতরাং বিশ্লেষিত ছায়ার সপ্ত ক্ষেত্রে কৃষ্ণরেখা সকলের উৎপত্তি হয়।

মা।

এমন সুধাসিক্ত সঞ্জীবনী-শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজনসম্মানিত মা শব্দ এই পাপতাপময় সংসারে কে আনিল! এমন শ্রবণসুখকর প্রাণমন স্নিগ্ধকারক অপার্থিব শব্দ এই আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-সঙ্কুল সংসার বক্ষে কে সৃজন করিল? এরূপ দুঃখাপহারক সন্তোষবিধায়ক শান্তিদায়ক স্বর্গীয় পীযূষ এই ক্রন্দন-কোলাহল-রোগ-শোক-সমন্বিত কঠোর সংসারের নিদারুণ বক্ষে কে প্রবাহিত করিল? মরি! মরি! এমন শ্রুতিসুখদায়ক প্রাণভরা হৃদয়ভরা শব্দ সংসারে কি আর আছে!

মধুর মা শব্দ একবার মাত্র শ্রুতিপথে পতিত হইলে শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইতে থাকে, হৃদয় এক অপার্থিব অনির্ব্বচনীয় পবিত্রভাবে বিভোর হইয়া উঠে, প্রাণ কি এক অভিনব বিমল আনন্দে উৎফুল্ল হয়! মন, যেন পাপ তাপ বিষাদ বিসম্বাদ মর্ম্মবেদনা বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত করিয়া, শব্দ-সম্পদশীর্ষ মা শব্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে। এই মা শব্দই সংসারের সার, জীবনের একমাত্র অবলম্বন। মা

আনন্দের নিত্যনিকেতন, ধর্ম্মের মহৎ মরকত মন্দির, স্নেহের অচিন্তনীয় লীলাস্থল, ভালবাসার অপার বারিধি, শান্তির উন্মুক্ত উৎস।

শোক-তাপ-জর্জ্জরিত, জীবন্মৃত, বিপদ-বিড়ম্বনায়-উৎপীড়িত, নিরানন্দের নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন জীবনকে বিড়ম্বনাময় বোধ করিয়া শত শত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকি তখন কাহাকে মনে পড়ে? যখন ভয় ভাবনার বিভীষিকাময়ী পৈশাচিকী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া দুর্ব্বিসহ দারিদ্র্যের ভীষণ কশাঘাতে সন্ত্রাস্ত হইয়া অতীব অত্যাচারের মর্ম্মপীড়ায় দিবানিশি উষ্ণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকি, তখন কাহার পবিত্রোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত মহৎ নাম উচ্চারণ করিয়া শান্তিলাভে সক্ষম হই? যখন আশার স্থল নিরাশা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, সুখের অম্লান জ্যোৎস্নার পরিবর্ত্তে দারুণ দুঃখের ঘোর অমানিশার গাঢ়তম অন্ধকার আসিয়া প্রাণ মন অধিকার করে, যখন সম্পদ্ সাম্রাজ্য দীনতায় পর্য্যবসিত হইয়া মানবকে ভিক্ষুকে পরিণত করে, তখন কাহার করুণাবিমণ্ডিত নিরানন্দবিরহিত কল্যাণপ্রদ সুধার আধার পবিত্র নাম স্মৃতিপথে উদিত হয়? মা! মা!! মা!!!

মা শব্দ সংসারে আছে বলিয়া এখনও সংসার "সংসার" অভিধায় অভিহিত হইতেছে; এই মা শব্দের গুণে এখনও মর্ত্ত্যধাম প্রেতপুরীতে পরিণত হয় নাই; কেবল মাত্র মা শব্দের বলে এখনও আমরা পশুত্ব প্রাপ্ত হই নাই। মা এই মহাশব্দ এখনও পূর্ণরূপে প্রকটিত বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। মা শব্দের অন্তস্তলে নাই কি? প্রেম আছে, প্রীতি আছে, দয়া আছে, মায়া আছে, আনন্দ আহ্লাদ সুখ সম্পদ মানবের যাহা চির বাঞ্ছনীয়, মানবের যাহা চির প্রার্থনীয়, সে সমস্তই এই মা শব্দের অন্তস্তলে নিহিত দুর্দ্দম নিরাশার দুর্জ্জয় আধিপত্যে এই মধুর মা শব্দই আমাদিগকে

সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, অজেয় বাসনার দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে করিতে যখন ভগ্নমনোরথ হইয়া হতাশের গাঢ়তম অন্ধকারে ডুবিয়া যাই তখন মা এই বাক্যই আমাদিগকে আশার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক প্রদান করে। ধন্য তিনি যিনি এই মা শব্দের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন! ধন্য তিনি যিনি এই মা শব্দের অনন্ত মহিমা বুঝিয়া কৃতার্থ হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, আর তিনিই ধন্য তাঁহারই জন্ম জীবন সার্থক যে পুরুষপুঙ্গব মা শব্দের অনির্ব্বচনীয় অর্থ অবগত হইয়া ভাববিহ্বলচিত্তে "মা" "মা" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে নরাকারে দেবত্ব লাভ করিয়া ক্ষণস্থায়ী মানব জীবনের চরমোৎকর্ষে উপনীত হইয়াছেন!

অজ্ঞানান্ধকারসমাচ্ছন্ন শূন্যগর্ভগর্ব্বোন্মত্ত অহংজ্ঞানবিভোর হিতাহিত-বিবেচনা-বিবর্জ্জিত দুর্নীতি-পরায়ণ আমরা জানিনা মা শব্দের অর্থ কি, মা শব্দের মাহাত্ম্য কিরূপ, মা শব্দ কত মূল্যবান! হৃদয়ে বল নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই, সদিচ্ছারও একান্ত অভাব নিবন্ধন বুঝিতে পারিনা অমূল্য মা শব্দকে হৃদয়ের কোন্ নিভৃত নিকেতনে স্থান দান করিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়। মায়ের সন্তান হইয়া মাকে চিনিতে পারিনা, মায়ের স্নেহসিক্ত অমৃতময় ক্রোড়ে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইয়া মাকে চিনিতে পারি না, মায়ের অপার্থিব করুণাবলে মানব নামে অভিহিত হইয়া মাকে চিনিবার ক্ষমতার অভাব ইহা কি কম বিড়ম্বনা, কম দুর্ভাগ্য, কম পশুত্ব পরিচায়ক? মূর্খ আমরা কেমন করিয়া প্রত্যক্ষদেবী মায়ের মাহাত্ম্য ধ্যান ধারণায় আনয়ন করিব? অজ্ঞান আমরা মাকে কেমন করিয়া প্রাণপণে পূজা করিতে হয় কিরূপে বুঝিব? মোহমুগ্ধ-বিষয়বিকারভ্রান্ত, ভ্রান্তিজাল-বিজড়িত পাপপ্রপঞ্চে প্রপতিত,

অধর্ম্মের ক্রীতদাস যাহারা, মায়ের মহিমাদীপ্তা মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি কেমন করিয়া তাহারা মোহমলিনতাময় হৃদয়ে স্থান দান করিবে ?

মা—তোমার মা, আমার মা, বালকের মা, বৃদ্ধের মা, স্ত্রীলোকের মা, পুরুষের মা, পাপীর মা, পুণ্যাত্মার মা, জ্ঞানীর মা, অজ্ঞানের মা, ধনীর মা, নির্দ্ধনের মা, হিন্দুর মা, অহিন্দুর মা—মা সকলের মা! জগতের মঙ্গলময়ী মা—প্রাণিপুঞ্জের অশিবনাশিনী শক্তিবিধায়িনী মা! মানবকুলে জন্মলাভ করিয়া যদি এমন মাকে চিনিতে না পারিলাম তবে জীবনে করিলাম কি? জগতে আসিয়া যদি মাকে ভুলিয়া রহিলাম তবে ছার জীবনে করিলাম কি? দুই দিনের জন্য ক্ষণবিধ্বংসী বিন্মূত্রপ্রপূরিত পাপভার নিপীড়িত সেই ভার বহন করিবার জন্যই যদি জগতে আসিয়া থাকি, তবে এই অকিঞ্চিৎকর জীবন ধারণেরই বা প্রয়োজন কি? তাই বলি মাগো! শক্তি দাও, সামর্থ্যসম্পন্ন কর, বিদ্যা বুদ্ধি বিবেক দানে কৃতার্থ করিয়া পাপী তাপী নরকের কীট আমাদের তোমার জগজ্জননী বিশ্বমাতা রূপে সন্দর্শন করিবার অধিকার দাও মা! দীন, হীন, অবোধ, শোক-প্রপীড়িত, হতভাগ্য, সন্তানগণকে তোমার চিরানন্দময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা দাও মা! যাহাতে তোমার সন্তানগণ তোমারই সন্তান বলিয়া বুঝিতে পারিয়া "মা" "মা" রবে জগৎ মাতাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দাও মা! বিষয়াসক্ত বিমূঢ় আমরা যাহাতে "মা" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া মায়ের সুসন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পারি তাহার উপায় বিধান কর মা! ওমা দুরিতাপহে! তোমার অধম অকৃতজ্ঞ পামর সন্তানগণ শত শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তোমারই পুত্র সুতরাং তুমি দয়া না করিলে তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে তুমি অভয় না দিলে আর কোথায় কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে ?

কাহার অমৃতোপম অভয় বাণী আমাদিগকে কৃতার্থ করিবে ? আমরা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তোমারই রক্ষণীয়, তোমারই পালনীয়, তোমারই বিপদতারিণী নামের মাহাত্ম্য-প্রভায় প্রভান্বিত হইবার অধিকারী, কেননা পুত্র "কু" হইতে পারে কিন্তু মাকে "কু" হইতে কে কোথায় কবে শুনিয়াছে? তাই বলি মা! শক্তি সম্পন্ন কর যেন তোমারই নামের গুণে তোমারই মাহাত্ম্য-প্রভায় তোমারই করুণা বলে আমরা তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি।

দীন-জননি মাগো! তুমিই আদ্যাশক্তি, রক্ষাকর্ত্রী ও সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকারিণী! তোমারই শুভ দৃষ্টিতে জগতে অমৃত বর্ষিত হয় তোমারই অশুভ দৃষ্টিতে সংসার রসাতলে লীন হয়! তোমার ইচ্ছায় না হয় কি মা? এই যে ভীষণ ভূ-কম্পন প্রলয়কর মহামারী, দুর্ব্বিসহ দুর্ভিক্ষ একি তোমার ইচ্ছায় নহে? এই যে অভাবের ভীষণ অবসাদে একান্ত অবসন্ন আমরা দিন দিন দীনতায় উপনীত হইয়া অকালে কালকবলিত হইতেছি এ কাহার ইচ্ছায় মা! এই যে দিগন্ত-ব্যাপী প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে জীব জগত সন্ত্রাস্ত ব্যতিব্যস্ত মর্ম্মাহত কাহার ইচ্ছায় মা! এই যে ভীষণ ভীতিসঞ্চারক প্রবল প্লাবনে তোমার শত শত সন্তান সর্ব্বস্বান্ত, পুত্রকলত্রবিয়োগবিধুর কাহার ইচ্ছায় মা! বিশ্বজননি, ঐ দেখ তোমারই অব্যর্থ আদেশে পাপপিশাচিনী কি বিভীষণভাবে অট্টহাস্যে বিকট তাণ্ডবে নৃত্যপরায়ণ! ঐ দেখ মা! তোমারই দুর্ব্বোধ লীলাবশে কর্ম্মদোষে একজন পথের ভিক্ষুক আবার কর্ম্মগুণে একজন সহায়-সম্পদ-সমন্বিত হইয়া ধর্ম্মের বক্ষে পদাঘাত পূর্ব্বক পাপের পদে স্বেচ্ছাবিক্রীত হইয়া নরাকারে পশুত্বের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কল্যাণদায়িনি মা! তুমিই জগতের সুখদা শুভদা মোক্ষদা! তুমিই মা সংসারের নিয়ন্ত্রী! জ্ঞান নাই কেমন করিয়া মায়াময়ীর মায়ার খেলা বুঝিতে পারিব? শক্তি নাই কেমন করিয়া আদ্যাশক্তির শক্তিমাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিব? কলুষ-কলঙ্কিত কামানলে অনুদগ্ধ ভ্রান্ত মানব আমরা কোন্ গুণে কোন্ পুণ্যপ্রভাবে জগজ্জননী মহামায়ার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থতা লাভেও ধন্য হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব? জননি! তোমার ঐ শুভ দৃষ্টিতে মানব অমৃত-পারাবারে দিবানিশি ভাসিতে পারে; আবার তোমারই অশুভ ক্রোধোদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে মানব দারুণ দুঃখের দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে পারে। মা তুমি কাহাকে হাসাও কাহারও উষ্ণ অশ্রু দিবানিশি ঝরাও, কাহাকে দুরারোহ দুরবলোক্য সৌধশিরে বিলাস-মন্দিরে শয়ান রাখিয়া পঞ্চমকার পরিসেবন তৎপর করাও। তোমার লীলার কি ইয়ত্তা আছে মা? কাহার সাধ্য মা তোমার লীলা বুঝিতে পারে?

পতিতপাবনি পতিতোদ্ধারিণি গতিমুক্তিবিধায়িনি জননি! যদি অধম পতিতগণের পরিত্রাণের পথ বলিয়া না দেও তবে কোথায় তাহারা দাঁড়াইবে? মাগো! তাহারা যে মায়ের সন্তান তাহারা যে বিশ্বমাতা নিস্তারিণীর সন্তান; তাহারা ত মা মাতৃহীন নহে, মাতৃকরুণায় বঞ্চিত নহে, বিশ্বেশ্বরী মা যে তাহাদের বিপদে সম্পদে রোগে শোকে অভাব-অত্যাচারে অভয় হস্তে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিতেছেন; করুণাময়ী মায়ের স্নেহ-সুধাই যে তাহাদিগকে পদে পদে প্রতিক্ষণ সঞ্জীবিত করিতেছে! ভাগ্যহীন হিতাহিত বিবেচনা রহিত আমরা এমন মাকে চিনিতে পারি না এমন মায়ের পূজা করিয়া অমূল্য মানবজীবন সার্থক করিতে পারিলাম না! তাই আজ কর যোড়ে কাতর কণ্ঠে বলি মাগো! ভক্তি

দাও শুভাশীস্ প্রদান কর, যেন এই অকৃতজ্ঞ আমরা তোমাকে চিনিবার অধিকারী হইয়া প্রাণ ভরিয়া একবার মা মা বলিয়া প্রাণের প্রবল আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমন পূর্ব্বক ক্ষণবিধ্বংসী জীবনের উদ্দেশ্য সংসাধন করতঃ ভয় ভাবনা সঙ্কুল ভীতিক্ষুব্ধ সংসারের মায়া উল্লঙ্ঘন পুরঃসর তোমারই চরণোপান্তে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

চিত্রকর বেশী রাজা।

(টেনিসন কৃত "লর্ড বার্লে" অবলম্বনে লিখিত।)

কহিল যুবক যুবতীর কাণে
পুলক পূরিত মৃদুল স্বরে—
"তোমার ভঙ্গিমা হেরি হয় মনে
ভালবাস তুমি নিয়ত মোরে।"
"এমন কেহই নাহিক এভবে
যা'রে ভালবাসি তোমার সম"
কহিলা যুবতী আরো মৃদুরবে—
"তুমিই জীবন-সর্ব্বস্ব মম।"

যুবা, প্রকৃতির দৃশ্য চিত্রকর;
যুবতী, গ্রামের সরলা নারী।
অবাধে যুবক রাখিল অধর
প্রণয়-স্ফুরিত অধরে তা'রি।
গ্রামের মন্দিরে হইল বিবাহ
ছাড়িলা যুবতী পিতার ঘর,
ধায় প্রণয়িণী প্রণয়ীর সহ,
অনুরাগে বাঁধি করেতে কর।

"নারিনু বিবাহে দিতে উপহার
কোথা সে সৌভাগ্য প্রিয়ার তরে;
শুধু ভালবাসা কুটীর দোঁহার
আনন্দে রাখিবে নিয়ত ভোরে।
প্রাণাধিক ভালবাসি যে তোমায়—"
চলিতে চলিতে কহিলা যুবা;
ছাড়িয়া উদ্যান-মণ্ডপনিচয়
হেরিলা কতই প্রাসাদ শোভা।

নিদাঘ কানন, যাহারে ব্যাপিয়া,
বাতাসে মুখর পল্লব দোলে;
গভীর ভাবনা হইতে জাগিয়া
যুবক আবার প্রিয়ারে বলে—
"বড় ভালবাসি তোমায় প্রেয়সি,
হের এ সুন্দর প্রাসাদ শত;
ইহারই মাঝে, আনন্দে বিরাজে
অভিজাত ধনি-সন্তান যত।"

জ্বলিতে জ্বলিতে সে দৈবহুতাশ,
চলিলা রমণী পতির সাথে;
যৌবন বহিত যা কিছু মোহন
পতি সেথে যেতে ফেলিলা পথে।
আরাম-দোলিত অলকাধারের
কুমারীর লোভ আজীবনের;
বিলাস-লালস সম্ভোগ-আশায়
ঘুরেছিল ফিরি পতির পায়।

বিস্মিতা অবলা; যুবক আশালি
সকোচে বহিতে সকোচে ফিরে,
কহিলা যা কিছু দেখিছ সকলি
তোমারি, তোমার আমার তরে।
সাবীন হৃদয়ে যেথায় বিরাজে
যুবক বিপুল গৌরব মম;
তাহার সমান এ জগৎ মাঝে
এখানে কুমারী নাহিক কেহ।

যুবক বিদায় মাগই যেথায়
তত দিন রয় বিদায় সাথে;
কুমারীর মনে যত আশা ছিল
সে কুমারীর বিজনে আসে—
আসিয়া সেথায় আসিবে যুবক
জীবন বিফল প্রণয় তরে,
সাধি ধ্বনে ভোরে বাধিতে তাহারে
সাজাবে মনের মতন ক'রে।

সহসা রহিত হ'ল স্বপ্নটির
দলাই, বিদ্যুৎ, বসন-ভার;
যেন গো সহসা উঠিলে অধীর
বিমর্ষিত হ'ল সকল দাঁ'র।
দেখিতে দেখিতে সে চাক আবার
আকাশনী নব হইল প্রাণ;
যেখানেতে তিনি যুবক তখন
সহিল হৃদে বিদায় গান।

সহসা একদিন উঠিলে আবার
আদুর দোলিত যৌবন পথে;
পতির সহিত পশিলা কুটীরে
উড়ত প্রাসাদে অপার হতে।
দেখিয়া দুয়ারে দাঁড়া'ল দুয়ারে
ক্ষুদ্র দীপাধার প্রহরী সম;
বিমল বদনে কপোলাকাশে,
অন্তরে শির কাঁপিয়া মম।

দিন দিন বাজা গাইলা প্রভাতে
মনোমুগ্ধকরা কহিতে ক্ষীণ;
সময়ে সময়ে বহিত বাতাস
হইত তাহার উড়ায়ে হীন।
রমণী-কুসুম কোমলতা সহ
রহিত সন্ধ্যে আঁধার কাছে;
কুটীর আঙিনে সাথ অন্তরে
অনাথ আঁধারে মনের মাঝে।

সকল আকাশে যত অসুখ
ছিল অসুখের রাশির কাছে,
কেবল একটী আশা তাহার
বিকাশিত হইত প্রাণের মাঝে।
কহিত বিলাস বিনা বিরাজী
আসিত সবখানে উরে;
সবে যে নয়নে সবিতা স্বপ্নটী
বসন আসনে বিরাজ করে।

ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ তরু তনু যদি
লভিত আশা পড়িল ঝ'রে;
আসিল মরণ যদি তখনি
কহিত বদন অশ্রুধারে—

পতি আহুতির পুণ্য চিত্রকর
হইলে জীবন কি সুখকর
হইত যে মম;—প্রেমপ্রদানের
যে দেশে প্রাণ করিলা বর।

একটি কহিয়া কুটীরে ফিরা'ল
পরিত্রাণে তাহা যে রেখেছিল;
তিনটী সন্তান রাখিয়া আজিকে
অকালে জীবন মুক্তার ন্যায়।

শ্রীরমণী লাহা।

কালিদাস প্রসঙ্গ।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে জীবনী লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল না। লোকে তাহা অনাবশ্যক আকৃতির আলোচনা করিত। জীবনী লেখা অথবা জীবনী পাঠ করা যে একটা অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য্য ইহা আদৌ কেহ মনে করিত না। যে মহাকবিদের জীবন চরিত আমরা ভূয়োভূয়ঃ জানিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাদের বিষয় জানিবার কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই। যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের কাব্য আছে। সেই কাব্যের জন্যই তাঁহাদের নাম আজিও জগতে বিরাজমান। ঐ সকল কাব্যে যে সকল আত্মবিবরণাদি (যদি কিছু পাওয়া যায়), ও কবিগণের বিষয়ে যে সকল পরম্পরাগত বিবরণাদি পাওয়া

যায় তাহাই আমাদের পক্ষে প্রকৃত জীবনীর অভাবে জীবনী স্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। যে মহাকবি কালিদাস ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, বর্ণনার চাতুর্য্য ও রচনার মাধুর্য্য বিষয়ে যে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, যাঁহার রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শ স্বরূপ রহিয়াছে, যাঁহার প্রতিভা কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রই পূজিত, এবং যাঁহার কাব্যরসাস্বাদ পাইয়া জগৎ মুগ্ধ সেই মহাকবি কালিদাসের কোন জীবনী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা তাঁহার বিষয় যাহা জানি এবং লোক পরম্পরায় যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

মহাকবি কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী লোক ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে শক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম সংবৎ—এখন সংবতের ১৯৫৫ চলিতেছে। সুতরাং মহাকবি কালিদাস যে উনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী নগরীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উজ্জয়িনী গুজরাটদেশের উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। কলনাদিনী পূতসলিলা সিপ্রানদী এই উজ্জয়িনী নগরীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। এই সিপ্রানদী উজ্জয়িনী নগরীর যে কিরূপ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল তাহা মহাকবি কালিদাস স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

"অনেন যূনা সহ পার্থিবেন
রম্ভোরু কচ্চিন্মনসো রুচিস্তে
সিপ্রাতরঙ্গানিল কম্পিতাসু
বিহর্ত্তুমুদ্যান পরম্পরাসু॥"

'হে রম্ভোরু, সিপ্রানদীর তরঙ্গ সংস্পর্শে সুশীতল বায়ুভরে কম্পিত উদ্যান সমূহে এই যৌবনসম্পন্ন রাজার সহিত বিহার করিতে যদি অভিরুচি হয়, তবে ইঁহাকেই বরণ কর।'

অতঃপর মেঘদূতে কালিদাস পুনশ্চ উজ্জয়িনী নগরীর সৌন্দর্য্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। যক্ষ উত্তর মেঘকে বলিতেছেন।

"বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।"

"যদিও উত্তরদিকে প্রস্থান করাতে, উজ্জয়িনীর পথ তোমার বক্র হইবে তথাপি, সেই উজ্জয়িনীর সৌধ সকলের উপরিভাগে অবস্থিতি করিয়া তাহার সহিত পরিচয় করিতে পরাঙ্মুখ হইও না।" আবার বলিতেছেন 'যদি উজ্জয়িনীর শোভা না দেখ তাহা হইলে তোমার জন্ম বিফল হইবে।"

আবার, "স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাংগতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈঃহৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকং॥"

"ঐ পুরী অবলোকন করিলে বোধ হয়, পুণ্যফলের খর্ব্বভাব হওয়াতে, স্বর্গবাসীরা পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়ে আপনাদের অবশিষ্ট পুণ্য সহায়ে স্বর্গেরই পরমকান্তিবিশিষ্ট এক খণ্ড যেন সঙ্গে করিয়া আনয়ন করিয়াছেন।"

এমন সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যশালিনী উজ্জয়িনী কালিদাসের আবাস-ভূমি ছিল। এরূপ স্থানে বাস করিলে ও নিয়ত স্বভাবের শোভা দর্শন করিলে কবিত্বশূন্য ব্যক্তিরও হৃদয়ে স্বতঃ কবিত্বের আভাস প্রকাশ পায়, কবি কালিদাসের হৃদয়ে যে অনুপম কবিত্বপূর্ণ ভাব উদয় হইবে ইহাতে আর বৈচিত্র কি? তিনি সেই সকল ভাব মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়া জগতের মধ্যে অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত নাটকগুলি উজ্জয়িনী নগরীর অন্তর্গত মহাকাল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত তন্নামপ্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের নাটমন্দিরে অভিনীত হইত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সভাসদবর্গ ও পণ্ডিত মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ সকল নাটকের গুণাগুণ বিচার করিতেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার বিখ্যাত পণ্ডিতগণের নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কেই বা নবরত্নের কথা না জানেন!

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণ কোহমরসিংহ শঙ্কু
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্ব বিক্রমস্য॥"

এই নবরত্ন বিক্রমাদিত্যের সভায় বিরাজ করিতেন এবং নবরত্নের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। ধন্য মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমিই মহাকবি কালিদাসের—সরস্বতীর বরপুত্রের নিকট সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কার প্রথমে শুনিয়াছ! ধন্য কালিদাস! তুমি অশেষগুণসম্পন্ন বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ও প্রিয় বয়স্য ছিলে! আর ধন্য উজ্জয়িনী নগরি! তোমার বক্ষে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও মহাকবি কালিদাস পদব্রজে বিচরণ করিয়াছিলেন এবং তোমারই মধ্যস্থিত রঙ্গভূমিতে মহাকবি কালিদাসের নাটকাদি অভিনীত হইয়াছিল! মহাকাল ভৈরব! তোমার সমক্ষে কালিদাস জীবিত অবস্থায় কাব্যপ্রণয়ন করিয়াছেন, তোমার বন্দনা করিয়া কালিদাসের গ্রন্থাদি অভিনীত হইয়াছে এবং তোমারই প্রসাদে এই মরজগতে কালিদাস অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আজ ঊনবিংশতি শত বৎসর পরেও কালিদাসের নাম উজ্জ্বল রহিয়াছে।

কালিদাস ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বটে

তথাপি তিনি অনেকের নিকট যেন আধুনিক লোক বলিয়া বিবেচিত হন। আমরা অনেক শ্লোক শুনিয়াছি তাহাতে "কহেন কবি কালিদাস" এইরূপ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে*। সংস্কৃত ভাষায়ও উদ্ভট শ্লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শ্লোকের প্রকৃত প্রণেতা যে কোনব্যক্তি তাহা না জানিতে পারায় লোকে ঐ গুলির সমাদর বর্দ্ধনার্থ কালিদাস প্রণীত বলিয়া থাকে। কতক গুলি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক হইতে কালিদাসের জীবন চরিতেরও কিছু কিছু বিবরণ জানিতে পারা যায়।

প্রবাদ এইরূপ যে কালিদাস বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করেন নাই। অনেক বয়স পর্য্যন্ত মূর্খ ছিলেন। পরে দেবী সরস্বতীর বরে অদ্বিতীয় বিদ্বান্ হন। কালিদাসের বিষয়ে এমনও বর্ণিত আছে যে একদা কালিদাস বৃক্ষের যে শাখায় বসিয়াছিলেন ঐ শাখা কুঠারদ্বারা ছেদন করায় ভূতলে পতিত ও অচেতন অবস্থায় গৃহে নীত হন। আরও এরূপ কথিত আছে যে তিনি বাল্যাবস্থায় অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বালক ছিলেন এবং সর্ব্বদা ছোট ছোট বালকদিগকে প্রহার করিতেন ও বয়োজ্যেষ্ঠগণকে গালি দিতেন। তিনি অত্যন্ত অসভ্য ছিলেন। এই সকল নিন্দাবাদ বিশ্বাসযোগ্য নহে। এবং উত্তমরূপ প্রমান দ্বারাও ইহার যাথার্থ নির্ণয় করা যায় না। আরও এক কথা এই যে যাঁহার ভাষার মাধুর্য্যগুণে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে তিনি যে জীবনের প্রারম্ভে মধুরতার দিক দিয়া যাইতেন না ইহা কিরূপ সম্ভবে? যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্র সমভাবে পূজিত, জীবনের মধুময় প্রাতঃকালে সেই প্রতিভার যে ঈষৎ আভাসও পাওয়া

* এই সকল হইতে সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেকে মনে করিতে পারেন যে কালিদাস বঙ্গভাষার প্রাদুর্ভাবের পর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—কিন্তু তাহা নহে।

যায় নাই ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বরং অপর পক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে বাল্যকাল হইতে প্রতিভার ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। তবে কেন যে নিন্দাবাদ হইল উহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। বড়লোক হইলেই নিন্দা হইয়া থাকে। কালিদাস বড়লোক হইয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহার অপযশঃ। কেন যে অপযশঃ হয় ইহার কারণ এই যে যখন কোনও লেখকের কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তখন লোকে এই বিচার করে যে 'অমুক লেখক আমাদের অপেক্ষা কিসে বড়'—'আমরা কি এরূপ লিখিতে পারি না?' আত্মাভিমান অমনি উত্তর দেয় "হাঁ পারি বৈকি।" সুতরাং অমনি তাঁহারা গ্রন্থকারের দোষ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হন। যদি দোষ মিলিল তবে ভালই হইল উহা লইয়াই আন্দোলন চলিল। যদি দোষ না মিলিল তবে গ্রন্থকারের অন্য কোনও বিষয়—বাল্যজীবন, পারিবারিক অবস্থা, দারিদ্র্য বা অপর কিছু লইয়া উহা হইতে ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং কোনও ছিদ্র পাইলেই উহা লইয়া আন্দোলন ও গভীর গবেষণা আরম্ভ হইয়া থাকে। এরূপ ছিদ্রও পাওয়া দুর্ঘট নহে। দুরাত্মাদের ছলের অসদ্ভাব নাই। ব্যাঘ্র যেরূপ তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে মেষশাবক ঝরণার নীচে জলপান করিয়াও উপরের জল কর্দ্দমাক্ত করিয়াছে উহারাও সেইরূপ তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে উক্ত গ্রন্থকার প্রকৃত প্রস্তাবে দোষী না হইলেও নিশ্চয় দোষী। এই ত গেল নিন্দাবাদের কথা। এই জন্যই কালিদাসের নিন্দাবাদ এবং এই জন্যই আমরা বলি যে কালিদাসের বিষয় যত কথা শুনা যায় সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিপিন বিহারী সেন গুপ্ত।

কলঙ্কিনী।

নিকুঞ্জবালার কথা।

তোমরা কেহ বলিতে পার চোকের চাহনিটা কি জিনিষ? অবশ্য যে সে চোক নয়—ভাসা ভাসা টানা ডাগর চোক—যুবা বয়সের সেই কাল চোকের মধুর চাহনি। আমি ত আজিও কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; কিন্তু ঐ রকম এক জোড়া চোকের তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ এক দিন আমার মরমে প্রবেশ করিয়া জাত কুল সব ভাসাইয়া দিয়াছে। সে যখন আমাকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দেয়, সে সময় আমি তাহার মধুর চাহনি দেখিয়া এমনিতর মোহিত হইয়াছিলাম, যে আমার কুলের বাঁধন আমাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; তবে লোকলজ্জা আর সামাজিক ভয় এই দুইটা মিলিয়া সেই বাঁধনে কিছু যোগ দিয়াছিল বলিয়াই আমি তখন কুলত্যাগিনী হইতে পারি নাই চোরাগোপ্তা বাণের মত এক রকম প্রেমে তখন হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনের হৃদয় গোপনে রঞ্জন করিতে লাগিল। ভয়, সুখ, আকাঙ্ক্ষা, নব যৌবনের বিকাশ, আর সেই মনচোরার বিরহ মিলন যে কি মধুর—কি মদিরাময়, তাহা আর কেমন করিয়া বলিব।

কিন্তু তখন যে কায করিয়াছি—পাপের সেই আপাত মধুর পথে প্রাণ ঢালিয়া যে পথে আসিয়াছি, এখন তাহার পরিণাম কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। তাই তোমাদের কাছে আমার জীবনের কথা কতক কতক বলিয়া প্রাণের সন্তাপ দূর করিতে বসিয়াছি। আমি একজন কুলবধূ ছিলাম। আমার বয়স যখন দশ বৎসর তখন আমার বিবাহ হয়। আমার স্বামী বড় ধার্ম্মিক,

সত্যপরায়ণ-উন্নতহৃদয়-চরিত্রবান ব্যক্তি। তিনি এখন কোথায় আমি জানি না, তবে এই দুঃখের দিনে তাঁহাকে মনে পড়িতেছে। সাংসারিক অনটনের জন্য তিনি বিদেশে কাজ করিতেন। প্রায় তিন মাস অন্তর বাটী আসিতেন। আমার বয়স যখন তের কি চৌদ্দ বৎসর, তখন আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাল হয়। আমার মাথার উপর বড় কেহ শাসন করিবার ছিল না; তখন বাড়ীতে একজন ঝি থাকিত মাত্র; সেও বুড়া, অনেক দিনের পুরাতন লোক। অগত্যা আমাকে গৃহিণীর আসনে অধিরূঢ়া হইতে হইল। বৎসর দুই কাটিলও ভাল। আমার স্বামী আমারই অনুরোধে আমারই সুখ স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত অতি কষ্টে মাসে মাসে ছুটী লইয়া বাটী আসিতেন। আমি নানা যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার হৃদয় গ্রাহিণী হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু যাহার কপাল মন্দ, তাহার এ সুখ—এ বিমল স্বর্গীয় আনন্দ সহিবে কেন? কাযের প্রসারে পড়িয়া স্বামীর সেই ঘন ঘন বাড়ী আসা ঘুচিয়া গেল। আবার যে তিন মাস সেই তিন মাসই রহিল। বরং সময়ে সময়ে আরও বেশী। এই সময়ে আমার কপাল পুড়িল। কেমন করিয়া যে পুড়িল তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি—তবে আবার সেই পাপ কথার আলোচনায় প্রয়োজন কি?

গুপ্ত প্রণয় চিরদিন চাপা থাকে না। জানি না কেমন করিয়া প্রতিবেশী মণ্ডলীর নিকট ধরা পড়িলাম। স্পষ্ট কেহ কিছুই বলিত না বটে কিন্তু কাণাঘুসা খুব চলিতে লাগিল। উপযুক্ত সময়ে স্বামীও বাটী আসিতেন। তখন আমার আন্তরিক ভাল না লাগিলেও বাহ্যিক যে রূপ যত্ন শ্রদ্ধাদি করিতাম, তাহাতে আমার উপর সন্দেহ হওয়া দূরে থাকুক আমার অতিভক্তিও তিনি অকপট ভাবেই গ্রহণ করিতেন। আমার সেই আলুলায়িত কেশদাম, যাহা অলরক্তক রঞ্জিত চরণ যুগল

চুম্বনের প্রয়াস পাইত, তাহাই গুচ্ছবদ্ধ করিয়া সযত্নে স্বামীর চরণ মুছাইয়া দিতাম। আহার বিহার ও যত্নে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতাম। সেই জন্য তাঁহার সরল হৃদয়ে একটিও অবিশ্বাসের রেখাপাত হয় নাই। বরং তিনি আমাকে গুণবতী সহধর্ম্মিণী বলিয়াই হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু লোকাপবাদ তাঁহার কর্ণ কলুষিত করিল; দুই একখানা নামহীন চিঠি পত্রও তাঁহার কর্ম্ম স্থানে তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি কথঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় বড় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি হঠাৎ কর্ম্মস্থান হইতে ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলেন। আমাকে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার ভাব দেখাইয়া, এক সপ্তাহ কাল বাড়ীতে রহিলেন। কিন্তু এই কলঙ্কিনীর কৌশলজাল এমনই বিচিত্র, যে এই ধর্ম্মনিষ্ঠ যুবক আমার উপর সন্দেহের কোন কারণই উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইল না।

কিন্তু পাপের পথ চিরকাল মুক্ত হইলেও গুপ্ত থাকে না। এইবার তিনি যখন আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন তখন মনে হইল যেন তিনি কিছু বিষাদাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন; অথচ তাঁহাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক স্বামী রওনা হইলেই সেই দীর্ঘ সপ্ত দিবসের পর মনচোরাকে পাইবার জন্য আমার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। স্বামী-বিদায় সংবাদ ত্বরায় তাহাকে প্রদান করিয়া সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই সেই রসগুণাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে কিছু মাংস ও একটা মদের বোতল। আমার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—"মরি, মরি, সুন্দরী আমার"। তখন আমার রূপ উথলিয়া পড়িতেছিল। আর বলিতে লজ্জা কি—আমিও প্রাণ ভরিয়া সেই চুম্বনের প্রতিদান

না দিয়া থাকিতে পারি নাই। এইরূপে সন্ধ্যাতিক্রমে আমাদের সে-দিনকার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

মনোচোরা বলিল—"আজ ভাল করিয়া, এই মাংসটুকু রন্ধন কর—অনেক দিন তোমার হাতে খাই নাই। আমি ততক্ষণ এই বোতলটা শেষ করি। তুমি কি একটু খাবে না সুন্দরি! না খাও আমায় একটু ঢেলে দিয়ে যাও; তোমার হাতে ঢালা মদও আমায় মাতাইয়া তোলে।"

আমি তখনও সুরাপান করিতে শিখি নাই কিন্তু তাহার সংসর্গে থাকিয়া, সুরা স্পর্শ করিতে বড় ঘৃণা হইত না। অগত্যা আমি মদ ঢালিয়া দিয়া রাঁধিতে গেলাম। তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। গুণমণি গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে লাগিল, আর আমি উনুন ধরাইয়া রাঁধিতে বসিলাম। ক্রমে ক্রমে গুণমণির গলা মন্দীভূত হইয়া আসিল। আমার বোধ হয় তখন তাহার বোতলটী নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল এবং সেই জন্যই তাঁহাকে নেশার ঘোরে তন্দ্রাভিভূত হইতে হইয়াছিল।

যাহা হউক সেদিকে আমার বড় মন ছিল না। কারণ মাংসটা ভাল করিয়া রাঁধিয়া, তাহাকে খাওয়াইয়া সুখী করিবার বাসনাটাই প্রবল হইয়াছিল। যখন মাংস রান্না শেষ হইল তখন সেই শয্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, যে শয্যোপরি শয়ান সেই মদ্যপের হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করিয়া; একখানি ছোরা প্রথিত—দেহ রুধিরাক্ত ও প্রাণবায়ু বিনির্গত।

আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। বাটীর প্রবেশ দ্বার অবধি ভাল করিয়া একবার আলো লইয়া দেখিয়া আসিলাম। সমস্তই যেমন রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি তেমনই রুদ্ধ

রহিয়াছে। তখন ধীরে ধীরে আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। এখন আমার অবস্থা কেমন বল দেখি! এ বিপদ কাহাকেও বলিবার নয়; আর একাই বা কি করি তাই ভাবিতে লাগিলাম। কে হত্যা করিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শেষে এই স্থির করিলাম যে হয়ত সে আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু কি দুঃখে? ধীরে ধীরে তাহার বক্ষঃ হইতে ছোরাখানা খুলিয়া লইলাম। তখনও ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ছোরাখানা আমার স্বামীর এবং দেওয়ালে ঝুলান থাকিত। স্বামী সখ করিয়া উহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধের ছোরা আমার সাধের প্রেমিকের প্রাণ নাশ করিল! এই কুহকিনী গোপনে তাঁহার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ছোরাখানা বোধ হয় বিশ্বাস হারাইতে পারে নাই। সে উপযুক্ত কাযই করিয়াছিল এবং প্রাণ-হীন হইলেও প্রভুভক্তের পরিচয় দিয়াছিল। এখনও সেই ছোরাখানা আমার কাছে আছে, সে কি একদিন আমারও প্রায়শ্চিত্তের পথ দেখাইয়া দিবে না?

অবশেষে আমি সেই মৃতদেহ উত্তমরূপে বাঁধিয়া নিকটস্থ নদী গর্ভে ভাসাইয়া দিয়া আসিলাম। একাকিনী সেই অসমসাহসিক কার্য্য অতি কষ্টে সমাধা করিয়া বাটী ফিরিলাম। বাড়ী আসিয়া গৃহদ্বার প্রভৃতি বেশ করিয়া ধৌত করিলাম। অতি সন্তর্পণেই এই সকল কার্য্য রাত্র মধ্যেই সমাধা করিয়াছিলাম।

তাহার পর প্রায় চারি মাসকাল গত হইল স্বামীর আর সংবাদ পাইলাম না। তাঁহার কর্ম্মস্থানে অনুসন্ধান করিয়া শেষে জানা গেল যে তিনি প্রায় চারিমাস হইল আর সেখানে কায করেন না। কোথায় গিয়াছেন তাহাও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন না। তখন আমরাও নানা সন্ধান করিলাম কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

এই খান হইতেই আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, আমি সেই দিন হইতেই স্বামী লাভ লালসা পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগিনী হইলাম। এবং সেই ভরা যৌবনে প্রকাশ্যে পাপের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনের সহিত সংমিশ্রণে সুরাপানও অভ্যস্ত হইল। ইহাতে কেবল যে মানসিক পতন সাধিত হইল তাহা নহে, আজ যে এই বিকৃত মুখ মণ্ডল ও একটী দৃষ্টি হীন বহিরোন্মুখ অক্ষিগোলক দেখিয়া তোমরা মনে করিতেছ—এ আবার সুন্দরী ছিল কেমন করিয়া? ইহাও সেই সুরাপান ঘটিত বাহ্যিক পতনের ফল। ইহার ফল এখনও শেষ হয় নাই। পতনের সেই গুরুতর আঘাত মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে; তাই সেই চরণ চুম্বিত চিকুরদামকেও শিরশ্চ্যুত করিতে হইয়াছে। ডাক্তারের মতে সামান্য উত্তেজনা বা অত্যাচার প্রভাবে হয়ত আবার পাগল হইতে পারি।

তাই এখন অনুতাপে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিতেছে; আর আজ দশ বৎসর পরে মনে হইতেছে যে যদি একবার স্বামীকে পাই, তবে তাঁহার চরণ তলে এ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। কিন্তু তাঁহার যে স্বভাব তাহাতে তিনি যে আর এই পাপ সঙ্কুল লোকালয়ে আছেন সে বিশ্বাস আমার হয় না। তাই একবার সাধ হইয়াছে যে তাঁহার সন্ধানে দেশ দেশান্তরে ফিরি।

কিন্তু এ মূর্ত্তিতে কেমন করিয়া বাহির হইব? তোমরা ইহার একটা উপায় বলিয়া দিবে কি? যাক্ সে আমার কায আমি করিব আজ আমি সেই শুভ চরণ দর্শন আশয়ে শুভ যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। তোমাদের নিকট হইতে তাই আজ বিদায় হইলাম হয়ত এই শেষ দেখা। ভগবান কি আমায় এই অন্তিম আশা পূর্ণ করিবেন না?

ব্রজলালের কথা।

সেই একদিন আর এই একদিন। আজ সেই দিনের কথা মনে পড়িতেছে। যে দিন পাঁচ বৎসরের শিশু আমাকে রাখিয়া পিতা অকালে পরলোক যাত্রা করেন, আর আমি আমার দুঃখিনী মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে থাকিয়া, দুঃখের সংসারেও একপ্রকার স্বচ্ছন্দে মানুষ হইয়া উঠিলাম। মায়ের যত্ন আশীর্ব্বাদ ও মধুর শাসন আমাকে যে সত্য এবং শান্তিময় পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, তাহা আজও আমাকে ধর্ম্ম ও নীতি পথ হইতে বিচ্যুত হইতে দেয় নাই। যত দিন সংসারে মা ছিলেন, ততদিন আমাদের সেই দুঃখের সংসারেও কত সুখ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছিলাম। মা কষ্ট করিয়াও লেখা পড়া শিখাইলেন; পাছে কোন প্রলোভনে পতিত হই, তাই কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিয়া আমাকে সংসারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। আবার আমার যে অর্দ্ধাঙ্গিনী হইল, সেও মায়ের শিক্ষায় দিন দিন আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। তাহাকে কতই না ভাল বাসিতাম, কতই না বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু কে জানিত যে বৃদ্ধ মাতার স্বর্গলাভের তিন বৎসর অতীত হইতে না হইতে সেই কুহকিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় আমাকে সংসার ত্যাগ করিয়া, এই জনমানবহীন স্থানে জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে। চিরকোমলপ্রকৃতি মানুষের চিত্তও কেন যে মুহূর্ত্তের মধ্যে কঠিন হইয়া উঠে, আজিও আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। জীবনের ঘটনাচক্রে পড়িয়া যে কায করিয়া ফেলিয়াছি, আজ প্রায় বার বৎসর গত হইল তথাপি তাহার স্মৃতিলোপ হইল না। স্মৃতি লোপ হওয়া দূরে থাকুক, আজি তাহার জন্য অনুতাপ করিতে হয়; বুঝিতে পারি না কেন এমন হয়!

পাঁচজনের মুখে যেদিন শুনিয়াছিলাম যে আমার স্ত্রী চরিত্রহীনা,

তখন মনে করিয়াছিলাম দুষ্ট লোকে মন্দ কথায় আমাদের দাম্পত্য মিলনের বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য হিংসা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু যেদিন স্ত্রীর নিকট হইতে কর্ম্মস্থানে যাইবার জন্য বিদায় লইয়া গোপনে অবাসস্থিত বহুবিস্তৃত তমালতরুর পল্লব মধ্যে লুকাইয়া আমার পত্নীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিতে লাগিলাম, তখন আমার হৃদয় শোণিত যে কিরূপ বেগে বহিতে লাগিল বলিতে পারি না। আমি তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া বৃক্ষ হইতে ছাদে নামিলাম। রাত্রি তখন প্রায় দশটা। অতি সন্তর্পণে ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমারই শয়ন গৃহে আমারই শয্যোপরি আমার স্ত্রীর প্রণয়ীকে নেশান্ধ দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। গৃহস্থিত ছোরা লইয়া, তাহার মুখ কাপড় দিয়া বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া ছোরাখানা তাহার বুকে আমূল বসাইয়া দিলাম। খুলিয়া লইবার আর সাহস হইল না। আমার স্ত্রীকেও খুন করিবার ইচ্ছা তখন বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু শরীর থর থর করিয়া এতই কাঁপিতে ছিল যে আমি আর অপেক্ষা না করিয়া আবার ছাদে আসিলাম এবং পুনরায় বৃক্ষারোহণ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি পাপীয়সী সেই মৃতদেহ উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া মাথায় লইয়া বাটীর বাহির হইল। আমিও সেই অবসরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই মুক্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া একেবারে দেশত্যাগী হইলাম। মানুষের মুখ আর ইহজন্মে দেখিব না বলিয়াই এই পর্ব্বত সঙ্কুল স্থানে আসিয়া বাস করিতেছি। কিন্তু বিধাতার মনে যাহা আছে মানুষের ইচ্ছায় তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন?

উষার আলোক যখন ভাল করিয়া ফুটে নাই, তখন আমি অবগাহনের জন্য পার্ব্বতীয় নদীতীরে যেমন প্রত্যহ গমন করিয়া থাকি,

তেমনই যাইতে লাগিলাম। আজ বার বৎসর পরে একটী অস্পষ্ট মানব মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি কৌতূহল বশতঃ তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম। ক্ষীণালোকে দেখিলাম বিকৃত মুখমণ্ডল বিশীর্ণ দেহ—মানব নামের কলঙ্ক স্বরূপ একজন মনুষ্য বসিয়া রহিয়াছে। মাথায় একটা কাপড়ের পাগ্‌ড়ী এবং দেহও বস্ত্রাবৃত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কে?

সে করুণ দৃষ্টে আমার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া মনে হইল যে ইহার বাহ্যিক আকৃতির বিকৃতি ঘটিলেও প্রকৃতি সরল হইবে। উত্তর না পাওয়ায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? এবং কোথা হইতে আসিয়াছ?

সে উত্তর করিল আমি পথিক—দুই বৎসর ঘুরিতে ঘুরিতে আজ দুই দিন হইল এখানে আসিয়াছি।

আমি। তোমাকে বড় ক্লান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে—আমার কথায় বাধা দিয়া পথিক বলিল—ক্লান্ত? হাঁ ক্লান্ত বটে, অনেক ক্লান্তি সহিয়াছি; সংসারে বড় জ্বালা, তাই প্রভু, এখানে জুড়াইতে আসিয়াছি।

আমি। আজ বার বৎসর এখানে আসিয়াছি কৈ সকল জ্বালা ত জুড়াইতে পারি নাই। তুমি জুড়াইবে কেমন করিয়া?

পথিক তখন আমার পায়ের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—ঐ চরণে।

আমি। তুমি ভুল বুঝিয়াছ।

পথিক। অনেক দিন হইল একবার ভুল হইয়াছিল তাহার জন্য আজিও দারুণ জ্বালা ভোগ করিতেছি তাই আজ সেই ভুল ভাঙ্গিয়া সকল জ্বালা নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

কথা গুলি ভাল হৃদয়ঙ্গম হইল না—অসম্বন্ধ বলিয়া মনে হইল। তথাপি বলিলাম—তুমি কে, তোমার জ্বালাই বা কি ?

পথিক। "দুটো চোকের তীব্র চাহনি আমার হৃদয় ভেদ করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু যার চোক সে অনেক দিনই নাই। একখানা ছোরা তাহার প্রাণ হরণ করিয়াছে। কিন্তু সেই চাহনি আমার বুকের ভিতর যতটা পশিয়া আছে, ততটাই আমার জ্বালা। কতটা পশিয়াছে আপনি দেখিলে আমার সে জ্বালা জুড়াইবে। আপনি একবার দেখিবেন কি" ?

এবার তাহাকে পাগল বলিয়াই আমার ধারণা হইল। আমি কৌতুহল পরবশ হইয়া বলিলাম—"আচ্ছা দেখাও দেখি কতদূর।"

সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একখানা ছোরা বাহির করিয়া আপন হৃদয়ে আমূল বসাইয়া দিয়া বলিল "এই এতদূর।"

আমি "কি করিলে কি করিলে বলিয়া" অগত্যা ছোরাখানা টানিয়া লইলাম। ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। রক্ত বন্ধ করিবার আশয়ে তাহার গাত্রাবরণ ছিঁড়িয়া দেখি যে সে পুরুষের বেশে একজন রমণী। আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলাম—একি তুমি স্ত্রীলোক যে।

সে তখন অতি কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—হাঁ তোমারই বিশ্বাস—ঘাতিনী—নি—কু—ঞ্জ—

কথা শেষ হইতে না হইতেই প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছেন; প্রভাতের সেই প্রথম অরুণালোকে রক্তময় ছোরাখানা ঝক ঝক করিয়া উঠিয়া যেন আমাকে জানাইয়া দিল যে আমি তোমার সেই সাধের ছোরা তোমার সাহায্যে আজ বার বৎসর হইল সেই লম্পটের প্রাণ সংহার

করিয়াছিলাম, আর আজ তোমারই চরণ তলে এই কুলটার উদ্ধার পথ দেখাইয়া দিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ অতল সলিলে ছোরাখানা নিক্ষেপ করিলাম; আর আজ বার বৎসর হইল আমার স্ত্রী সেই পাপিয়সী নিকুঞ্জবালার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও পরিণাম দেখিয়া চক্ষে জল আসিল। ভগবানকে স্মরণপূর্ব্বক অবিলম্বে শবদেহের সৎকার করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলাম।

বসন্তের প্রতি।

কেন গো বসন্ত আজি দুয়ারে আমার;
কে বলিল কবি আমি ?
জানেন অন্তরযামী
দু'বেলা উদর জ্বলে লভিতে আহার;
মলয় ফুলের গন্ধ
কখনো করেনা অন্ধ;
ফলের সৌরভে বটে সন্তোষ অপার
লভি—যবে তৃপ্ত করি স্বাদ রসনার।

আমি জানি ভালরূপ তোমার আচার;
কি কুহক মন্ত্র বলে
মুগ্ধকরি' কবিদলে
আপনার যশ কর ভুবনে প্রচার;
তাঁহাদেরি মুখে শুনি
তোমার কোকিল-ধ্বনি
বিরহিণী হৃদিতল করে তোল পাড়;
ফেলে দাও মনাগুণ যত অবলার।

সত্য মিথ্যা নাহি জানি কিন্তু জানি সার,
তোমার হৃদয় মাঝে
যে বিষ গোপন আছে
তাহার প্রভাবে দেশ যায় ছারখার;
বসন্ত, বিকার, জ্বর,
ওলাউঠা ঘোরতর,
দারুণ শ্লেষ্মার কোপে প্রাণে বাঁচা ভার;
তাহার উপরে "প্লেগ" ভীষণ ব্যাপার।

তোমার মহিমা ভাল করিছে প্রচার,
কদাকার কাল পাখী
রক্তবর্ণ দুই আঁখি
কুরূপ হ'লে কি হবে গুণ চমৎকার;
কেমন সরল ভাষে
সদা সত্য পরকাশে
তোমার সকলি "কু—" বলে বার বার;
জনেও শিখেনা কেহ রহস্য অপার!

তোমার কুহক ধন্য ধন্য ব্যবহার;
ধরিয়ে বিবিধ মূর্ত্তি
নানাভাবে পাও স্ফূর্ত্তি
কখনো গরম বড় শীতল আবার;
ওইত তোমার রোগ
দেখায়ে সুখের ভোগ
ঢেলে দাও রোগ শোক দুঃখ অনিবার;
কিগুণে কবিরা মজে প্রেমেতে তোমার।

একান্ত দরিদ্র আমি নিতান্ত অসার;
আমি নহি তব ভক্ত
কিসে হব অনুরক্ত?
মলয় ফুলের গন্ধ কথা মাত্র সার;
ধূলা উড়ে করে অন্ধ
হয়ে যায় শ্বাস বন্ধ
প্রাণান্ত করিয়া তোলে বাতাস তোমার;
যদি গো দাঁড়াই গিয়ে পথে একবার।

হেথা হ'তে ফিরে যাও দুয়ারে তাঁহার
হৃষ্ট পুষ্ট কবি যথা
ল'য়ে বিরহিণী ব্যথা
নিত্য ভোগ সুখে থাকি করে হাহাকার;
তোমারে পূজিবে ব'লে
নানা তোষামোদ ছলে
রেখেছে যতন ক'রে ষোড়শোপচার;
ঘোষিছে কোকিল কণ্ঠে সুযশ তোমার।

শ্রীভাগবদ্ধর্ম্ম।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১॥ ২ অ॥ ৬॥

যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজে, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় পরম পুরুষ ভগবানে, অহৈতুকী অর্থাৎ উদ্দেশ্য হীনা, ফলানুসন্ধানরহিতা, ও অপ্রতিহতা, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্না ভক্তি জন্মে এবং যাহা দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হন সেই ধর্ম্মই পুরুষের পরম ধর্ম্ম। এবং ইহারই নামান্তর ভাগবদ্ধর্ম্ম। স্বয়ং ভগবানই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ইহাই বিশেষ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলে ফলকামনা-শূন্য হইয়া কেবল শ্রীভগবৎ প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধ হয় এবং তৎপরে ভক্তির অঙ্গ স্বরূপ শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, এবং ধ্যানাদিতে চিত্ত সমাসক্ত হয়।

শ্রীধর স্বামীর মতে ধর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত ও নিবৃত্তি-লক্ষণাক্রান্ত। তন্মধ্যে যাহাতে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ সম্ভোগাদি ফলের অভিসন্ধি থাকে তাহাই প্রবৃত্তি লক্ষণ বিশিষ্ট অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; আর যে ধর্ম্ম হইতে শ্রীভগবানে শ্রবণাদি লক্ষণ যুক্ত ভক্তি জন্মে তাহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নিবৃত্তি লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে কোন ফলানুসন্ধান থাকে না এবং অন্যান্য অপকৃষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় বিঘ্ন বাহুল্য দ্বারা এই ধর্ম্ম পরিভূত হয় না। নিষ্কাম পবিত্র ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যে কি মহৎ তাহা সহৃদয় পাঠকগণ কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিলেই বুঝিবেন। কেবল অনাত্ম দৈহিক সুখ ভোগের নিমিত্ত আমরা এই দেব দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করি নাই। কেন না ইন্দ্রিয় সুখ পরতন্ত্র বিড়ভোজী শূকরাদি হইতে, পীযূষ সেবী দেবতাদির বিশেষ কি? যেহেতু ভোজন জনিত ক্ষুন্নিবৃত্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি এই ত্রিবিধ ফলে উভয়েরই তুল্যতা অনুভূত হইতেছে। আর রসাস্বাদনেই বা উভয়েরই ইতর বিশেষ কি? দেববৃন্দের পীযূষ প্রাশনে যেরূপ রসাস্বাদ, শূকরের পুরীষ ভোজনেও তদ্রূপ স্বাদুতা। বৈষয়িক সুখের মধ্যে রসন এবং রমণই প্রধান। দেবেন্দ্র হইতে কীটানু পর্য্যন্ত জীব মাত্রেরই ভোজন রমণাদিতে তুল্য সুখানুভব হয়। কিন্তু ভোজন রমণাদি জনিত সুখ সম্ভোগ সর্ব্বত্র তুল্য হইলেও মনুষ্যাদি উন্নত জীব অপেক্ষা নিকৃষ্ট তীর্য্যকাদিতে অপ্রযত্ন সুলভ। কেন না ইহাদিগের ঐহিক সুখ সম্ভোগাদিতে অভাব বা প্রতিবন্ধক নাই, কিন্তু জীবের

উন্নতির সহিত ইন্দ্রিয়বিষয়ক সুখ সম্ভোগে অভাব বা প্রতিবন্ধকের উত্তরোত্তর আধিক্য হইয়া চরম উন্নতিতে অত্যন্তাভাব ঘটিয়া থাকে, ইহাই ঐহিকামুষ্মিক ভোগবিরতি রূপ পূর্ণ বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যই শ্রীভাগবদ্ধর্ম্মের সহচর।

ধর্ম্ম শব্দ স্বভাব বা শক্তি পর্য্যায়ক। 'ধৃঙ্' অবস্থানে বা 'ধৃঙ্' ধারণে, উনাদি 'ম' প্রত্যয় যোগে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নির ধর্ম্ম, জলের শৈত্যই জলের ধর্ম্ম, তদ্রূপ জীবের স্বরূপাবস্থান অর্থাৎ জড়বর্গের অতীত বিশুদ্ধ চিদ্রূপ সংস্থানাত্মক ভগবৎ দাসত্ব, অথবা তদ্রূপ আত্মগত ভগবৎ নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণাদি ক্রিয়া গুলিরই নাম বিশুদ্ধ জীব ধর্ম্ম বা ভাগবদ্ধর্ম্ম।

ইহা নিম্নলিখিত রূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। এই সংসারে জীবগণ ভগবৎ বিষয়ক চিন্তা ব্যতীত যাহাতেই আসক্ত হউক না কেন তাহাতে তাহারা বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না। এই সকল বিষয় হইতে তাহারা যে আনন্দ উপভোগ করে তাহা অবিশুদ্ধ কারণ তাহা ভয়-বিজড়িত। সুতরাং যাহাতে জীবগণ নিঃশঙ্কচিত্তে বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারে তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ঈশ্বরোপাসনাই কেবল মাত্র নির্ম্মল আনন্দ আমাদিগকে প্রদান করে, আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করে ও আমাদিগকে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিযুক্ত রাখে। সুতরাং ঈশ্বরোপাসনাই আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে মায়া-শক্তি-জনিত ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পরমেশ্বরকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করিবে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা। ২ অ। ১১।
শ্রীমদ্ভাগবত।

"ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার মায়া বশতঃ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না; তাহা হইতে, ('দেহ আত্মা') এই (বুদ্ধি) বিপর্য্যয় ঘটে; সেই দ্বিতীয় অভিনিবেশ হইতে ভয় উৎপন্ন হয়; অতএব পণ্ডিত গুরুকে ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপ দর্শন করতঃ অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে সেই ঈশ্বরকে সম্যক্ রূপে ভজনা করিবেন।"

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অনাদি অজ্ঞান কল্পিত যে ভয়, কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাহার নাশ হইয়া থাকে, অতএব পরমেশ্বরের ভজনে প্রয়োজন কি? এই আপত্তি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, যথা;—ঈশ্বরবহির্ম্মুখ জীবের উপরেই মায়ার আধিপত্য। মায়াই জীবের আত্ম স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটাইয়া দেয়। জীবের স্বরূপ বিস্মৃতি হইতেই আত্ম বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মে, এই আত্মবুদ্ধিই দ্বৈত্যাভিনিবেশের অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্যত্র আসক্তির মূল; সুতরাং দেহেতে আত্মবুদ্ধি হইলেই ভয় জন্মে। অতএব মায়াই আমাদের সংসার ভয়ের আদি কারণ। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক, প্রকৃত চর্ম্মখণ্ড দেখাইয়া দর্শকবৃন্দের নয়নে সর্প ভ্রম ঘটাইয়া তাহাদের চিত্তে নানা ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ মায়া অগ্রে-চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া পরিশেষে আমাদের চিত্তে অশেষ ভীতি সঞ্চার করে। সুতরাং যাহাতে এই মায়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় তাহাই শ্রেয়স্কল্প। এই মায়া সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন——

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব য প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

অস্যার্থ—"সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণময়ী ও দৈবী অর্থাৎ সংসার-চক্রে ক্রীড়াকারিণী আমার বহিরঙ্গা শক্তি এই মায়া অতি দুরতি-

ক্রমণীয়া। আমাকেই যাহারা ভজনা করে, তাহারাই এই মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা, ও গুরু দেবেতে ঈশ্বর ও পরম প্রিয়তম জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরকে ভজনা করিবেন।

শ্রীবসন্তলাল মিত্র।

ঘুঘু।

প্রলয় পয়োধিজলে ভগবান্ শ্রীহরি বেদ ধারণ করিয়াছিলেন। বাইবেল লিখিত জলপ্লাবনের পর ঘুঘুই সর্ব্ব প্রথম সুসমাচার আনিয়াছিল; ইহাতে শ্রীহরির সহিত ঘুঘুর কোনও সম্পর্ক আছে কি না প্রত্ন তত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারেন। তবে শুনিতে পাওয়া যায় শ্রীহরির কৃপায় অনেক বংশে ঘুঘু চরিয়াছিল, উদাহরণ কৌরব বংশ ও যদু বংশ। সে যাহা হউক, ঘুঘু ইংরেজদিগের অতি প্রিয় বস্তু, কারণ বাইবেলে ও ইংরাজি কবিতায় ঐ পক্ষী বিশেষের প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পতিসোহাগিনী ইংরাজ রমণীরা নাকি প্রিয় পতিকে "ঘুঘু" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন; অবশ্য, সেটা সাদর সম্ভাষণ। আমাদের জগদম্বারূপিণী গৃহিনীদিগের "মুখপোড়া" প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণের মত নহে। (অবশ্যটা কিছু অন্যায় রকমের হইল, কেহ যেন "গৃহিনীদিগের মুখপোড়া" এরূপ বেয়াইনি ও বেয়াদবি পাঠ করিয়া না বসেন, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!) এতদ্দ্বারা ঘুঘু যে ইংরাজদিগের অতি প্রিয় এ কথা প্রমাণ হইলেও, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঘুঘু আমাদের দেশে বড় আদরের জিনিস নহে। ইহাতেঅবশ্য ঘুঘুর কোনও দোষ নাই। আমাদের ও আমাদের দেশের

দোষ কারণ আমাদের সুসভ্য বিলাতি প্রভুরা যাহা ভাল বলেন আমরা কেন না উহা ভাল বলিব! আরও বলি এ বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ পক্ষপাতিত্ব দৃষ্ট হয়, কাল কোকিল যখনই ডাকিল "কুহু" অমনি কবিকুল ও বিরহিণীকুল আকুল; কবি মোহিত হইল, বিরহিণী ক্ষেপিলেন! কোকিলের ডাকে বিলাতের কবিরাও মুগ্ধ হন বটে, তবে বিলাতি বিরহিণীরা ক্ষেপেন না; ইহার কারণ বোধ হয় বিলাতি কোকিল "কুহু" ডাকিয়া "উহু প্রাণ হুহু" জ্বালাইতে জানে না, উহার পরিবর্ত্তে বিশ্ব নিন্দুকের ন্যায় কেবল "কু-কু" ডাকিয়া থাকে; (বিলাতি কোকিল Grimm's Law পড়িয়া থাকিবে নচেৎ কুহু স্থানে কুকু শিখিল কোথা হইতে? 'হ'র স্থানে 'ক'র নজীর—হৃদয়, cordis, heart.) আচ্ছা কোন গুণে কোকিল এত প্রিয় হইল আর আর কোন দোষেই বা ঘুঘু আমাদের এত অপ্রিয় হইল? ঘুঘুরও ত অনেক গুণ আছে, উহার প্রেম বিখ্যাত, এবং কবিরা উহার ডানা পাইবার জন্য লালাইত প্রমাণ "oh had I the wings of a dove." ঘুঘুর এত গুণ থাকিতেও যে কেন আমাদের নিকট এত অপ্রিয় হইল, এ গুঢ়তত্ত্ব মীমাংসায় গভীর গবেষণা আবশ্যক, আশা করি কোনও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত শীঘ্রই ইহার নির্ণয় করিতে পারিবেন।

ঘুঘুর অনেক মূর্ত্তি আছে, এক মূর্ত্তি কুসংসর্গ। মানুষ কিছু পাপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না, নির্ম্মল শৈশব স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ, পাপ চিন্তা কখনও সরল শিশুর পবিত্র অন্তঃকরণ কলুষিত করিতে পারে না। কিন্তু কুসংসর্গ ঘুঘুর এমনি অনুকম্পা যে পাছে সরল সুকুমারমতি শিশু, শয়তানের প্রশস্ত ও অনায়াসসাধ্য পথে না আসিয়া বহু কণ্টক সংকুল সংকীর্ণ ধর্ম্ম পথে যাইয়া পড়ে, সেই জন্য ঐ শিশুকে

আপনার আশ্রয়ে রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করে। শিশু পাঠাভ্যাসের জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলঃ শিবভক্ত কুসংসর্গ ঘুঘু দেখিল উহাকে মোক্ষপ্রদ গঞ্জিকা সেবন করাইতে না পারিলে তাহার আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু একেবারে ঐ শৈব-নেশা যুক্তি সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া আপাততঃ নেশা পরিচয়ের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করাইল। অষ্টম বর্ষীয় শিশু "দুধ খাইলে কি তামাক খাইতে নাই" শ্রীমান্ গদাধর চন্দ্রের এই অকাট্য যুক্তি স্মরণ করিয়া, বার্ডসাই ও তামাক আয়ত্ত করিল, এমন কি উহাতে এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিল যে দুই চারি বৎসর পরে ঘুঘু ভাবিল, যখন শিব অপেক্ষা শক্তিরই প্রভাব প্রবল তখন আর শৈব নেশার প্রয়োজন কি? পরম উপকারী পরম ভক্ত শক্তি উপাসক ঘুঘু বালককে শাক্ত নেশা শিখাইতে লাগিল, নেশা পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হইল। সর্ব্ব কার্য্যে কুশল প্রদায়িনী সিদ্ধির আরাধনা চলিতে লাগিল, কিন্তু যেমন বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পড়িতে গেলে প্রথম ভাগের 'ক' 'খ' কেহ কখনও ভোলে না, বালকও বার্ডসাই, চুরুট, তামাক ভুলিল না। ঘুঘুও আশ্রিতের জ্ঞান পিপাসা ওরফে নেশা পিপাসা দেখিয়ে অতি আহ্লাদিত হইল এবং সিদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ হইলে অনতিবিলম্বে সুরা আরম্ভ করাইল। বালক তৃতীয় ভাগ না পড়িয়াই একেবারে বোধোদয়ে পদার্পণ করিল এবং উহাতে এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিল যে এ জন্মে আর তাহা ভুলিতে পারিস না।

এই কুসংসর্গ ঘুঘুর কৃপা যে কেবল সুকুমার মতি বালকের উপর এরূপ নহে, ইহার সর্ব্বজীবে সম দয়া,—যুবা, প্রৌঢ় এমন কি পলিত কেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত উহার কৃপায় বঞ্চিত নহে। লেখা পড়া করিতে গেলে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হয়, সহৃদয় ঘুঘু মানবের সে কষ্ট দেখিতে পারে না। তাই যাহাতে তাহাদের সেই আয়াস মধ্যে লেখা পড়া

করিতে না হয় এই মঙ্গল কামনায় অবিরত সচেষ্ট। কত শত বুদ্ধিমান বালক ও যুবক এই ঘুঘুর কৃপায় যে কঠোর এবং কষ্টকর লেখা পড়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যতদিন ঘুঘু উহাদের উপর সদয় হয় নাই, ততদিন মুটে মজুরের মত বৃথা খাটিয়া মরিত এবং মজুরিস্বরূপ অকিঞ্চিৎকর পুরস্কার বা বৃত্তি বা শিক্ষকের নিকট প্রশংসা লাভ করিত। কিন্তু কাচকে কাঞ্চন ভ্রমে যে বৃথা আকিঞ্চন করিয়াছিল, তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারিল এবং সরস্বতীর নিকট অচিরে বিদায় লইল। হিতৈষী ঘুঘু যে কেবল ভক্ত বৃন্দকে নেশা শিখাইয়া এবং লেখা পড়া বিসর্জ্জন দেওয়াইয়া ক্ষান্ত হইলেন এরূপ নহে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল যে গৃহ লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী লইয়া সন্তুষ্ট থাকা একান্ত মূর্খের কার্য্য। কাযেই ভক্তবৃন্দ "উপ" যুক্ত পত্নীতে মজিলেন, (উপযুক্ত নহে, উপসর্গ যুক্ত)।

উপরে ঘুঘুর এক মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে, আর দুই মূর্ত্তির আভাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এক্ষণে একটু সবিস্তারে ঐ দুই মূর্ত্তির আলোচনা করা যাউক। ঘুঘুর দ্বিতীয় মূর্ত্তি—সুরা। ইহা প্রথমের ভেদান্তর মাত্র, কিন্তু উহার প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এই ঘুঘু আবার ডিম্ব প্রসবে তৎপর, অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই ঘুঘুর পরিবার এত বৃদ্ধি হয় যে মানব-দেহরূপ বাসা তাহাদের স্থান যোগাইতে পারে না। অগত্যা ঐ বাসাকে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হয়।

আমরা এস্থলে এই সুরাঘুঘু পরিবারের কিছু পরিচয় দিতেছি, সুরা-ঘুঘুর চারি পুত্র। প্রথম—পাশবিক বৃত্তি সমূহের উত্তেজনা। ইহারও আবার অনেক গুলি সন্তান আছে যথা কলহ প্রিয়তা, কাম, ক্রোধ, প্রতি হিংসা ডাকাতি, হত্যা, পশুত্ব, বলাৎকার, অপঘাত মৃত্যু ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পুত্রের নাম—নৈতিক ও মানসিক অবনতি। ইহারও অনেক গুলি সন্তান আছে যথা—বুদ্ধির হ্রাস, আলস্য, মূর্খতা, কর্ত্তব্যে অবহেলা, উপদেশে অগ্রাহ্য, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা, মিথ্যা প্রিয়তা, ধর্ম্মহীনতা, আত্মহত্যা ইত্যাদি।

তৃতীয় পুত্রের নাম—রোগ প্রশ্রয়দাতা। ইহার বংশাবলি যথা—মাথাধরা, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ উদরী, বিসূচিকা, বহুমূত্র, এপোপ্লেক্সি, উন্মত্ততা, লিভারএব্‌সেস্‌, হঠাৎ মৃত্যু ইত্যাদি।

চতুর্থ পুত্র—দারিদ্র্য। ইহার বংশাবলি যথা—কষ্ট, অন্যের উপর নির্ভরতা, দুঃখ, অপমান, ভিক্ষা, চৌর্য্য, লোকের নিকট হেয়তা, ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয় ("ঘুঘুর" পাঠক কেহ আছেন কি না সন্দেহ) বলুন দেখি এতগুলি ব্যক্তির অনুগ্রহ একটি লোকের উপর হইলে সে বেচারা দাঁড়ায় কোথা! ঘুঘুর এই বহুসংখ্যক পরিবার একান্নবর্ত্তী! ঘুঘুর প্রভাব যে কেবল তাহার আশ্রিতেরাই ভোগ করিয়া থাকে এরূপ নহে, আশ্রিতদিগের আত্মীয় কুটুম্বেরাও ঐ অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত নহে। কত শত নির্দ্দোষ বালক অনাথ হইতেছে, কত শত পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী নীরবে মর্ম্ম যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, কত শত সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে, কিন্তু ঘুঘুর বিনাশ নাই—বিনাশের চেষ্টাও নাই। রাজা ঘুঘুকে প্রশ্রয় দিতেছেন কারণ ঘুঘু হইতে রাজার অনেক আয়! সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন এই ঘুঘুর পৃষ্ঠপোষক তখন যে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা স্বর্ণ প্রসবিনী ভারতভূমি আক্ষেপ অশ্রুপাত পরিপূর্ণ শ্মশানে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হে ইংরাজ রাজ, কঠোর দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিয়া, সহস্র সহস্র লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছ, জগতে অবিনশ্বর যশঃ সঞ্চয় করিয়াছ, সুরার দাসত্ব

হইতে ভারতবাসীকে বাঁচাইয়া নিজ মহত্বের পরিচয় দাও। লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাথার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ পাইবে, মঙ্গলময় জগদীশ তোমার মঙ্গল করিবেন।

অতঃপর তৃতীয় ঘুঘু—নারী। এই নারী হরণ জন্য সোণার লঙ্কা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল; এই নারীর অপমানের জন্য কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল; এই নারীর জন্য ট্রয় ধ্বংস হইয়াছিল, কেন না হইবে, পরস্ত্রীর প্রতি লোভ করিলে কেন না ভিটায় ঘুঘু চরিবে? সকল নারীকে ঘুঘু বলিতেছি না। অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপিণী, মরুময় সংসারে অমৃত সিঞ্চন কারিণী নারীদের কথা বলিতেছি না, তাঁহারা আছেন বলিয়াই সংসার আছে নতুবা সংসার রসাতলে যাইত। এক্ষণে সংসার কাননে বিষবৃক্ষ স্বরূপিণী ও কলঙ্কিনী রাক্ষসিদিগের কথাই বলিতেছি। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত প্রমদা ও হীরা, দ্বিতীয়ের দৃষ্টান্ত রোহিণী। মায়াবিনীদিগের ক্ষমতা কি ভয়ঙ্করী! শোনা যায় কামরূপ যাইলে পুরুষকে গাড়ল করিয়া রাখে, কিন্তু গাড়ল হইতে গেলে অতদূরে যাইবার প্রয়োজন কি, গাড়লকারিণীরা ত সর্ব্বত্রই বিদ্যমানা! গাড়লরা আবার প্রায় অন্ধ ও উন্মত্ত হইয়া থাকে, ঘরে পরমা সুন্দরী সতী সাধ্বী সেবিকা স্ত্রীর রূপগুণ কিছুই দেখিতে পায় না, কিন্তু অনেক সময়ে যেওড়াবৃক্ষেষু পেত্নীরূপেন সংস্থিতা গণিকার মাধুরী দেখিয়া একেবারে মোহিত, গলিত, তাপিত, পীড়িত! ঘরে পতিব্রতা সতী নবনীত হস্তে ক্ষীর সর নবনী সাজাইয়া পতির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, পতি আহার না করিলে আহার করিতে পারিতেছেন না, গুণবান পতির সে সমস্ত ভাল লাগিবে কেন? সে তখন বারবিলাসিনীর লাথি, ঝাঁটা সুখে আহার করিতেছে। ধন্য ঘুঘু, তোমার কি প্রতাপ! তুমি না থাকিলে সংসার নন্দনকাননের তুল্য হইত, দেব প্রকৃতি

মানব পশু প্রকৃতি পাইতনা। সাধ্বী রমণীর নীরব অশ্রুপাতে ধরাতল সিক্ত হইত না, নিষ্পাপ শিশু সন্তানেরা পিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া পাপ শিখিত না! ঘুঘু, তুমি ধন্য, তুমি জ্ঞানীকে অজ্ঞান, বিদ্বানকে মূর্খ, জিতেন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের দাস, সকলই করিতে পার। তোমার কুহক সকলেই অবগত আছে, তবু তোমার মায়া বহ্নিতে মানব পতঙ্গ স্বেচ্ছায় পুড়িয়া মরে, নিজে মরে এবং পরিবার বর্গকে জ্বালাইয়া যায়।

আর এক ঘুঘুর কথা বলিলেই এই ঘুঘুতত্ত্ব শেষ হইবে। ইহার নাম সামাজিক কুপ্রথা, যথা বিবাহ ব্যয়। চল্লিশ টাকা বেতনের গৃহস্থ ভদ্র লোকের যদি চারিটি কন্যা হয় তাহা হইলে তাঁহার 'ভিটায় ঘুঘুত্ব' কেন না হইবে? আজ কাল পাশ করা ছেলের খুব কাট্‌তি কাযেই বাজারও খুব গরম; পাত্র অজ্ঞাতকুলশীল হউক ক্ষতি নাই যদি দুই চারিটা পাশ করিল অমনি নিলাম আরম্ভ হইল। পাত্রের পিতা বা অভিভাবক লাটত্ব পাইলেন। কন্যার অভাগা পিতা বলিল "মহাশয়, আমি গরিব লোক, আমায় আরও দু তিনটি কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, তা আপনি একটু বিবেচনা করুন, আমার কন্যাটিও পরমা সুন্দরী আমি দুই হাজারের বেশী দিতে পারিব না। আর এক জনের কন্যা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাহার পিতা চারি হাজার দিতে প্রস্তুত হইল। অপর এক জনের কন্যা ঘটক বর্ণিত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ অর্থাৎ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু পিতা ধনী, কন্যাকে সোণায় মুড়িয়া দিতে সম্মত হইল, তাহার উপর দশ হাজার টাকা! কাযেই বরকর্ত্তা সম্মত হইলেন, Highest bidder sale এ বর বিক্রয় হইল! বরের অর্থলোভী পিতা পুত্রের ভাবী সুখের কথা একবারও ভাবিলেন না, সাক্ষাৎ শ্যামারূপিণী পুত্রবধূকে ঘরে আনিলেন, কিন্তু একবারও ভাবিলেন

না যে সেই শ্যামার কন্যাকে ভবিষ্যতে সুদ সমেত পার করিতে হইবে। পাশ করা পুত্র, সেক্ষপীর, বায়রণ, স্কট্ প্রভৃতি পড়িয়া আশা করিয়াছিল, Portia, Helena কিম্বা Desdemona লাভ করিবে, অথবা শকুন্তলা না হয় অভাব পক্ষে প্রিয়ম্বদা বা অনুসূয়াকে পাইবে, না হয় কমলমণি বা সূর্য্যমুখী ত পাইবেই কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একেবারে কবিতাশূন্য ঘোর গদ্যরূপিণী জগদম্বা পত্নী লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, মনের আক্ষেপ মনে রহিয়া গেল। কিন্তু তাহার পিতার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহাতে অনিষ্ট হইল পুত্রের। আবার একজন গৃহস্থের পরমাসুন্দরী পরমগুণবতী কন্যাকে অর্থের অভাবে নির্গুণ কদাকার (নাম হয়ত কন্দর্পকুমার বা রতিকান্ত) পাত্রে প্রদান করিতে হইল; বালিকাকে এক বৎসর বয়স হইতেই পিতা মাতা যে "রাঙা টুক্‌টুকে' বরের লোভ দেখাইয়াছিল এবং বালিকাও যে কল্পিত রাঙা টুক্‌টুকে বরের ছবি অনেক দিন হইতে হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছিল, সেই বরের পরিবর্ত্তে চারিচক্ষু মিলনের সময় যখন সে বিকট ঘটোৎকচ মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিল, বল দেখি তখন কোমল প্রাণ ভয়ে ও নিরাশায় শিহরিয়া উঠিল কি না, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল কি না? ইহাতে অনিষ্ট হইল কন্যার। আবার যদি কোন পিতা স্বীয় দুহিতাকে এরূপে বিসর্জ্জন করিতে না পারিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সৎপাত্রে দান করিল, তাহাতে অনিষ্ট হইল কন্যার পিতার। আবার বিবাহে পাঁচ জন আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিতে হইল, ইহাতে ক্ষতি হইল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের কারণ কুড়ি টাকা বেতনের গৃহস্থ একমাসে যদি পাঁচ ছয়টি আইবুড়োভাতের নিমন্ত্রণ পায়, অমনি তারপর দিন Insolvency list এ তাঁহার নাম উঠিবে সন্দেহ নাই। আবার কন্যার

পিতা মাতা, (এটা যদিও উভয় পক্ষেরই ঘটিয়া থাকে) যে বিবাহ দিয়াই ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি পান এরূপ নহে। আবার তত্ত্বের হাঙ্গাম আছে, উহা বড় সামান্য ব্যাপার নহে। মোট কথা গৃহস্থ ভদ্রলোকের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কত কষ্টকর তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এই এক বিবাহ ব্যয়ই অনেক সংসারে ঘুঘুস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ঘুঘুর নাশের জন্য অনেক সভাসমিতিরূপ ফাঁদ পাতা হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঘুঘুর ত বিনাশ দেখা গেল না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমার এই প্রবন্ধ পড়িয়া কেহ যেন রাগ না করেন, কারণ অপরাধের মধ্যে আমি এই ঘুঘুর বিষয় লিখিয়াছি মাত্র কাহারও ভিটায় ত আর উহা এ পর্য্যন্ত চরাই নাই। ভগবান্ করুন যেন চরাইতে না হয়। অধিকন্তু আমি ব্রাহ্মণও নহি যে দক্ষিণা না পাইলেই যজ্ঞোপবীত উত্তোলন করিয়া অভিসম্পাত করিব "তোর ভিটেই ঘুঘু চরুক'। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ কাল ব্রহ্মশাপে আর বড় একটা ঘুঘু চরে না। তাহা হইলে আফ্রিদি সমরে ইংরেজের এত কষ্ট করিতে হইত না, দু চারিজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের দ্বারা অভিসম্পাত করাইলেই চলিত।

ফুলের সাজি।

আবাহন।

১

সখা পড়েছে কি মনে আজিকে তোমার
বিপুল বরষ পরে
এই দুখশোকময় মলিন ধরায়
মরত মানবীতরে?—
যদি আসিয়াছ ঋতুরাজ,
পর মোহন ফুলের সাজ
লহ তরু লতিকার সুরভী কোমল
নব রূপ-উপচার
লহ যুবজন প্রীতি, স্নেহের সম্ভাষ
ধরণীর সুখ সার।

২

এই নির্ম্মল নব ইন্দু-উজল
শান্ত নিশার মধু!
ধর যৌবন-সুরা প্রকৃতি অধরে
মাতাও কোকিল বধূ।
ধর ঋতু-মঙ্গল বেশ
হর ভব-মৃত্যুর ক্লেশ
মুছ দারুণ, দেব, বিরহ-সন্তাপ
অভাব-দীর্ঘশ্বাস
সুজ নর-অন্তরে মিলন-মদিরা
অমরস্পর্শভাস্।

৩

এই মরণ-বিয়োগ-দুঃখ-ত্রিতাপ-
তিমিরঅন্ধকূপে
রাখ উজ্জ্বল করি' ফুল তোমার
মিহির-দীপ্ত রূপে।
এস, সুন্দর মনোরঞ্জন।
এস, মন্মথ-শর-বন্ধন।
লহ ছন্দশোভিত গন্ধ-পুলক
চূত-মুকুল-পরাগ
লহ অন্তর-পূজা হে অনঙ্গ-সখা,
প্রেম-পীযূষ-রাগ।

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

প্রার্থনা।

কোথা প্রভু দয়াময় শ্রীমধুসূদন
অনাথের নাথ দেব বিপদ ভঞ্জন
এ ভব সমুদ্র মাঝে না পাইয়া কূল
কেমনে তরিব ভাবি হতেছি আকুল
কাতর বচনে তাই ডাকি বার বার
দীনবন্ধু ভয়সিন্ধু কর মোরে পার
আমি অতি ক্ষুদ্র মতি ক্ষুদ্র এ লেখনি
দয়াময় তব নাম কেমনে বাখানি
তাইগো তোমারে ডাকি হৃদয় ভরিয়া

দয়াকণা বিতরিয়া তৃপ্ত কর হিয়া
তব ও চরণে মম থাকে যেন মতি
গুণ তব গাহিবারে দেও গো শকতি
তোমার প্রসাদে দেব জীবন মরণ
তোমার আজ্ঞায় সুখ দুঃখ অগণন
তব কৃপাবলে এই সৃষ্টি রক্ষা হয়
ইচ্ছায় তোমার পুনঃ পলকে প্রলয়
প্রভাত রবির সেই বিমল আলোকে
জীব জন্তু আদি হয় মগন পুলকে
মধ্যাহ্নে আতপ তাপে তাপিত ধরণী
সায়াহ্নে সুন্দর শোভা ধরে গো মেদিনী
সুশীতল সমীরণ ধীরি ধীরি বয়
বিকশিত ফুলদল সুগন্ধ বিলায়
মধুর জোৎস্না শোভে পূর্ণিমা নিশায়
নির্ম্মল সরসী খেলে লহরী মালায়
বৃক্ষ ডালে বসে পাখী তব নাম গায়
সে সুস্বরে প্রাণে মোর আনন্দ ছড়ায়
অপার মহিমা তব ধরাধামে বয়
যে দিকে যখন দেখি নয়ন জুড়ায়।

নয়াবাজার, ভাগলপুর } শ্রীমতী ন—বা—দাসী।

মানসী।

নন্দনের কুসুমিত লতিকা হৃদয়ে
ফুটেছিলে তুমি কিগো মাধুরী অপার?
না হইলে কেন তব মুখ পানে চেয়ে
জুড়াইল পরাণের যাতনার ভার?
মন্দাকিনী তীর হ'তে ধরণী উপরে,
এসেছ কি প্রিয় সখি প্রীতির নির্ঝর?
তাই তুমি পরশিলে সুকোমল করে,
মোহন আবেশে হয় বিহ্বল অন্তর।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে যমুনার তীরে
কদম্বের ফুল হয়ে ফুটে কিগো ছিলে?
না হইলে তোমার ও গীতিময় স্বরে
বাঁশরীর স্মৃতিকেন জাগে হৃদি তলে?

সে যা হোক পথ ভুলে মানসে আমার,
আসিয়াছ যদি সখি, যেওনাক দূরে;
স্বর্গের সুষমা তুমি প্রতিমা আশার
যতনেতে হৃদি মাঝে রাখিব তোমারে।

শ্রীমতী গিরিবালা দাসী।

তখন ও এখন।

দুখবাত বয়েছে বিস্তর
উঠেছে তরঙ্গ কত
করি হৃদি উদ্বেলিত
কত বার চাঁদ নিগমন
কত যে এসেছে ঢেউ
সহায় না ছিল কেউ
মুছিতে সে আকুল নয়ন।

কত স্নেহ মমতার
প্রেম তরঙ্গের হার
হৃদে উঠি হৃদয়ে মিলায়
মরম বেদনা যাহা
কেহ না জানিল তাহা
ছল ছল আঁখি শুধু চায়।
নাহি এবে রূপ ছটা
তরুণ অরুণ ঘটা
চিন্তা ছায়া লাবণ্য লুকায়
দেহ এবে ভাব রাশি
ক্ষীণ মেঘে ঢাকা শশী
প্রাণের সে সুষমা ছড়ায়
তখন ফুলের হাসি
অকলঙ্ক রাকা শশী
ক'রে ছিল প্রাণ বিমোহন
এবে হৃদি সরোজিনী
সকল গুণের খনি
শতদলে করেছে বন্ধন
তখন আঁখির ঘায়
তড়িত পশিত কায়
এবে দূর শ্রুত গীত সম
ধীরে ধীরে পশে প্রাণে
মত্ত করে প্রতি তানে
শত গুণে মোহিয়া মরম
তখন চোখেতে ধরা
এমন হৃদয় ভরা
জীবনের সাধন সহায়
তখন আঁখির ধাঁধা
এখন প্রেমেতে বাঁধা
হৃদে বল দেখিলে তাহায়।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা বসু।

বিরহিনীর বিলাপ

মরি কি মধুর মলয় অনিল
ধীরে ধীরে আজি বহিছে
আবেশে বিভোর হইয়া কোকিল
কুহু কুহু রবে ডাকিছে
ফুল সাজে সাজি প্রমোদ কানন
কিবা মৃদু মৃদু হাসিছে
শাখী শাখে বসি পাখীরা কেমন
সুমধুর গীত গাহিছে
তীরে চক্রবাক্ নীরেতে মরাল
আহা মরি কিবা খেলিছে
গাল ভরা হাসি হাসিছে কমল
শিখি পাখা মেলি নাচিছে
কামিনী রজনী সেউতি পারুল
থরে থরে কিবা ফুটেছে
মল্লিকা মালতী গোলাপ বকুল
সৌরভে আকুল করিছে
মধুলোভে অলি হইয়ে ব্যাকুল
ফুলে ফুলে কত সাধিছে

হাসি ফুল কলি কিবা হেলি দুলি
এস বঁধু বলি ডাকিছে।
আমি অভাগিনী শুধু একাকিনী
গুণমনি নাহি আসিছে
মোর বঁধু কেন নিদারুণ হেন
দাসীরে না আসি তুষিছে।

শ্রীদ্বিজপদ দেবশর্ম্মা।

আমি আর কুকুর আমার

(বালক রচিত)

সুবিমল শান্তিময় নিদাঘ প্রভাতে
তেয়াগি সুখের নিদ্রা আসি প্রাঙ্গনেতে
খেলিয়া বেড়াই সুখে মোরা এক সাথে
আমি আর কুকুর আমার।

আবরি' মধ্যাহ্ন রবি বরষা যখন
শতধারে ধরাতল করে সুসিঞ্চন
জানালার পাশে বসি হেরি সে বর্ষণ
আমি আর কুকুর আমার।

আসিলে শারদ সন্ধ্যা দিক উজলিয়া
যবে ডোবে শ্রান্ত রবি অস্তাচলে গিয়া
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমি নাচিয়া খেলিয়া
আমি আর কুকুর আমার।

শীত ঋতু উপনীত যবে এ ধরায়
দুইটিতে এক হয়ে থাকিবে নিশায়
মধুর আবাস পূর্ণ সুখের শয্যায়
আমি আর কুকুর আমার।

সঙ্গী মোরা সদা সুখে দুখে পরস্পর,
আশীষ করুণ দু'য়ে পরম ঈশ্বর,
আজীবন এক সাথে থাকি নিরন্তর
আমি আর কুকুর আমার।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ দত্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ইয়ুরোপীয় রাজা রাণীর শিক্ষা দীক্ষা—আমাদের দেশে যাঁহারা ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা বশতঃ রাজা বা জমিদার পদ লাভ করিয়াছেন, ভাগ্য অপ্রসন্ন হইলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহ অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু ইয়ুরোপে অনেক রাজা ও রাজ্ঞী আছেন যাঁহারা সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইলেও অন্যান্য গুণের দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

বেল্‌জিয়মের রাজা লিওপোলড্ অর্থনীতি (finance) বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, এবং ঐ বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি থাকায় অনায়াসে রথস্‌চাইল্‌ডের ন্যায় ক্রোরপতি হইতে পারেন। নরওয়ে ও সুইডেনের অধীশ্বর দ্বিতীয় অস্‌কার সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম; তিনি অনেক গুলি মূল কবিতা লিখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন গেটের "ফাউষ্ট," তাসোর কবিতা প্রভৃতি নিজ মাতৃ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত দ্বাদশ চার্লসের বৃত্তান্ত ইংরাজিতে অনুবাদ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি একজন নাবিক। রোমানিয়ার রাজ্ঞীও অনেক গুলি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া সাহিত্য জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান রুষ অধিপতির রাজ কার্য্য ব্যতীত আপাততঃ অন্য বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার পিতা তৃতীয় আলেক্‌জাণ্ডার অসীম ক্ষমতা দেখাইয়া যে কোনও থিয়েটারের ম্যানেজারের নিকট হইতে সপ্তাহে ছয় শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, এক বাহান্ন খানা তাস তিনি অনায়াসে আধ খানা করিয়া ছিঁড়িতে পারিতেন এবং কোনও একটি মুদ্রা অঙ্গুলি মধ্যে ধারণ করিয়া ভাঙ্গিতে পারিতেন। পোর্ত্তুগালের রাজা এম্, ডি, পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। নরওয়ের রাজকুমার একজন সুদক্ষ চিকিৎসক। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ছাপাখানার কম্পোজিটারের কার্য্যে বিশেষ সুনিপুণ। তাঁহার পত্নী সেলাই কার্য্য ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন তৎসমুদায়ই তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত। সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি "ডাক্তার" উপাধি লাভ করিয়াছেন। স্যাক্‌সনি, উরটেম্‌বার্গ ও বুলগেরিয়ার রাজগণ সৈনিক বিদ্যায় বিশেষ পটু।

প্রিন্সেস্‌লুই চিত্র বিদ্যা ও ভাস্কর বিদ্যায় (Sculpture) বিলক্ষণ নিপুণা। জর্ম্মণ সম্রাট বহুগুণ সম্পন্ন, তিনি চিত্রকর, গায়ক, বাদ্যকর, ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থল ও জলযুদ্ধের সেনা নায়ক।

***

জুতা বদল—আন্‌লার পার্শ্বে দুই জোড়া জুতা ছিল, বাবুর নিকট এক জোড়া আনিবার জন্য চাকরকে বলাতে সে দুই রকমের দুইপাটি লইয়া হাজির করিল। বাবু রাগিয়া বলিলেন "হাঁরে এর নাম কি এক জোড়া জুতা"? চাকর দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উত্তর দিল "অপর জোড়াও ঠিক ঐ রকম।"

***

কৃষকের ব্যুৎপত্তি।—এক কৃষকের পুত্র কএকটী শ্লোক রচনা করিয়াছিল। কৃষক আত্মজের গুণপনার নিদর্শন স্বরূপ সে কয়টী নিজের কাছে রাখিয়া দিত। একদা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট নিজ পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া কৃষক সেই শ্লোক গুলি তাঁহাকে দেখিতে দিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে গুলি পড়িয়া বলিলেন লেখা মন্দ হয় নাই তবে দুইটী চরণ সমান নয়। কৃষক আনন্দে গদ্‌গদ্ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল সে কেবল আপনাদেরই আশীর্ব্বাদে বা পাটি প্রায় আরাম হইয়া আসিয়াছে।

***

স্বামী। আমার চিঠি পেয়েছিলে?

স্ত্রী। হাঁ, কিন্তু পড়া হয় নাই, উপরে লেখা ছিল পড়াইয়া ফেলিও তাই—

স্বা। থাক্ থাক্ বিদ্যা বোঝা গেছে।

***

কার্পেটে তৈল—যদি কার্পেটের উপর তৈল বা চর্ব্বি পড়িয়া যায় তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যথেষ্ট ময়দা ছড়াইয়া দাও, ইহা কএক ঘণ্টার মধ্যে সমুদয় তৈল টানিয়া লইবে।

***

দুই আর একে চার।—পরিদর্শক মহাশয় একটি ছোট বালককে প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন যে তাহার অঙ্ক বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি বড় কম তাই এদিকে তাহার একটু মন আকর্ষণ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা তোমার শিক্ষক যদি দুটি খরগোশ দেন আর আমি একটী দিই তবে তোমার কয়টী খরগোশ হইবে"? "চারিটী" কেমন করিয়া? দুই আর একে চার হয়? বালক বলিল "কেন মহাশয় আমার নিজের যে একটী খরগোশের ছানা আছে।"

***

সমস্যা।—নিম্ন বর্ণিত রমণী কেহ দেখিয়াছেন কি?

একটি রমণী করে বসতি নগরে
তাহার কুড়িটী নখ আছে প্রতি করে
পাঁচ আর কুড়ি তার হাতে আর পায়
সত্য কথা জেনো ইহা মিথ্যা কভু নয়।

যদি না দেখিয়া থাকেন তবে দেখুন;—

একটি রমণী করে বসতি নগরে
তাহার কুড়িটী নখ। আছে প্রতিকরে
পাঁচ; আর কুড়ি তার হাতে আর পায়।
সত্য কথা জেনো ইহা মিথ্যা কভু নয়।

***

আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসার বিস্ময়কর ক্রিয়া। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল অস্ত্র চিকিৎসা অতীব বিপজ্জনক বলিয়া

বোধ হইত. এক্ষণে সেই সকল অস্ত্র ক্রিয়া যৎসামান্য বিপদপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয়। এবং যে সকল অস্ত্র চিকিৎসাব্যাপার পূর্ব্বে মনুষ্যের কল্পনা মধ্যেও আইসে নাই তাহাও অধুনা কার্য্য পরিণত হইতেছে।

জীবন নাশের আশঙ্কা ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক শারীরিক যন্ত্রের যে কোন অংশ তোরোহিত করা এক্ষণে সম্পূর্ণ সম্ভবপর। বিচক্ষণ অস্ত্র-চিকিৎসক করোটি (মাথার খুলি) উদ্ঘাটন করিয়া মস্তিষ্কের অংশ বিশেষ তিরোহিত করিতে পারেন, পাকস্থলীতে অর্বুদ (cancer) উৎপন্ন হইলে তাহা কর্ত্তন করিতে পারেন, এমন কি সম্প্রতি কোন অস্ত্রচিকিৎ-সককে একস্থলে পাকস্থলীকেই তিরোহিত করিতে দেখা গিয়াছে। বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসক প্লীহা ও মূত্রাশয়ের অংশ বিশেষ কর্ত্তন করিয়া বাহির করিতে, স্থান বিশেষে নূতন চর্ম্ম ও অস্থি সংযোজিত করিতে এবং কুঞ্চিত মুখ মণ্ডলে পুনরায় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধে অস্ত্রচিকিৎসক আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বোধ হয় ছুরিকা সাহায্যে মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া অনায়াসে আরোগ্য করিতে পারেন।

ইস্পাতের গোলাকার করাত সাহায্যে সম্প্রতি মাথার খুলিতে ফ্লোরন মুদ্রার (florin) অনুযায়ী একটী ছিদ্র কাটিয়া, পীড়িত অংশ বাহির করাতে একজন মৃগী রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

মস্তিষ্ক মধ্যে সামান্য চাপ বাঁধা রক্ত সঞ্চালিত হইলে মনুষ্য চরিত্রে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যিনি আজ অতীব সদাশয় মহানুভব ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত তিনি হয়ত কল্য নরাকারে রাক্ষসরূপে পরিণত হইতে পারেন। যে কোন অতীব নৃশংস কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্ক হইতে চাপ বাঁধা রক্ত বিন্দু বহিষ্কৃত করিতে পারিলে তিনি পুনরায় স্বস্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ফ্রান্সে ব্রুসেদ (Brousaid) হাঁসপাতালে একটী উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে। একটী রজকীর কেশ লৌহ শলাকায় এরূপ ভাবে আবদ্ধ হয় যে তাহার মস্তকের চর্ম্ম ঘাড় হইতে কপাল পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়। উক্ত হাঁসপাতালে তাহাকে অনতিবিলম্বে আনয়ন করা হইল; তত্রস্থ চিকিৎসক রজকীর বাটী হইতে মস্তকের ঐ বিচ্ছিন্ন চর্ম্ম আনিতে আদেশ করেন। ঐ চর্ম্ম আনা হইলে প্রথম বিশুদ্ধ জলে ধুইয়া পরে কীটাণু বর্জ্জিত জলে (antiseptic water) সিক্ত করা হইল এবং তৎপরে রজকীর মস্তকে স্থাপিত হইল। এই রূপে তাহার মস্তক পূর্ব্ববৎ হইল।

টরেণ্টো প্রদেশে চার্লস্ স্মিথ নামক একটী বালকের পৃষ্ঠদেশ, বামদিক ও জঙ্ঘা পুড়িয়া যায়; নূতন চর্ম্ম দগ্ধ স্থানে সংযোজিত করা ব্যতীত তাহার আর জীবনাশা রহিল না। তাহার বার বৎসরের বালিকা ভগিনী ইভা তাহার জীবন রক্ষার্থে নিজ দেহ হইতে চর্ম্ম তুলিয়া লইবার জন্য চিকিৎসকগণকে অনুরোধ করিল; চিকিৎসক বালিকার উভয় উরু হইতে চর্ম্ম তুলিয়া লইলেন; কিন্তু ঐ বালিকা ইহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইল না। পরে যথা সময়ে উভয়ই আরোগ্য লাভ করিল।

কোনও একটী সুন্দরী রূপমালিন্য বশতঃ দুঃখিত হওয়াতে এক অত্যাশ্চর্য্যকর অস্ত্রচিকিৎসা আরম্ভ হইল। দীর্ঘকাল ব্যাপী ও অদ্ভুত কৌশল যুক্ত চিকিৎসা সাহায্যে ঐ রমণীর মুখের চর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ রমণী আপনাকে ষোড়শী রূপসী অপেক্ষা অধিক রূপবতী বলিয়া গর্ব্ব করেন।

***

হৃদ্‌পিণ্ডের বিস্ময়কর ক্রিয়া। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বিস্ময়-

কর বস্তু আছে, মানব হৃদ্‌পিণ্ড তৎসমুদায়ের আশ্চর্য্যকর। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের ক্ষমতা এত অধিক, যে সত্তর বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট জীবনে ইহার যে শক্তি ব্যয় হয় তদ্দ্বারা প্রায় ছয় হাজার মণ ওজন অনায়াসে ব্ল্যাঙ্ক পর্ব্বতের (Mount Blanc) শিখর দেশে উত্তোলন করা যাইতে পারে, অথবা চারি হাজার সংখ্যা অধিবাসী পরিপূর্ণ কোনও নগরকে ঐ শক্তি দ্বারা শূন্যে তিন মাইল উর্দ্ধে প্রেরণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঘণ্টায় ইহার যে শক্তি ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা দেড় শত মণ ওজন এক ফুট উচ্চ অথবা একজন ব্যক্তিকে প্রায় চুয়ান্ন হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করা যায়। একদিনে যত শক্তি ব্যয় হয় তদ্দ্বারা নয় দশ জন ব্যক্তিকে লণ্ডন মনুমেণ্টের উপরিভাগে উত্তলন করা যাইতে পারে। এবং এক বৎসরের ব্যয়িত শক্তি দ্বারা চারিখানি প্রথম শ্রেণীর রণ-পোতকে এক ফুট উচ্চে তোলা যাইতে পারে। একটি হৃদ্‌পিণ্ডের যখন এই ক্ষমতা, তখন কোটি কোটি মানব হৃদ্‌পিণ্ড সমষ্টির ক্ষমতা যে কি ভয়ানক তাহা সহজেই অনুমিত হয়। প্রত্যেক তিন মিনিটে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ হৃদ্‌পিণ্ড সমুদয় লণ্ডন সহরকে পাঁচ ফুট চারি ইঞ্চি উর্দ্ধে তুলিতে পারে। এক ঘণ্টায় একটি হৃদ্‌পিণ্ড, শোণিত স্রোত সাত মাইল অর্থাৎ একজন মানুষ ঐ সময়ে যত দূর চলিতে সক্ষম তাহার প্রায় দ্বিগুণ দূরে চালিত করে। এক ঘণ্টায় শোণিত প্রবাহ ১৬৮ মাইল দূর পর্য্যন্ত চালিত হয় অত্যন্ত বলশালী ও দ্রুতগামী দুইটি অশ্বও যাহা যাইতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। হৃদ্‌পিণ্ড দ্বারা চালিত রক্ত প্রায় ছয় মাসে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। আশী বর্ষ পরমায়ু বিশিষ্ট জীবনে ঐরূপে ১৯৭ বার ভূপ্রদক্ষিণ করা হয়। অথচ এই অত্যাশ্চর্য্যকর যন্ত্র কত ক্ষুদ্র! ধন্য ঈশ্বরের মহিমা!

পেঁপের চাষ। বোম্বাই নগরের গষ্টলিং সাহেবের মতে (Mr. D. Gostling F. S. A) নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎকৃষ্ট পেঁপে গাছ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। পেঁপে ফল বার মাসই পাওয়া যায় কিন্তু গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে পেঁপে গাছ প্রকৃত পক্ষে বৎসর কাল স্থায়ী। সুতরাং তেজস্কর গাছের জন্য নূতন বীজ প্রতি বৎসরেই রোপণ করা আবশ্যক। বীজগুলিকে প্রথমতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে, পরে সপ্তাহ কাল অতীত হইলে একটী ভাল মাটী পূর্ণ গামলায় ঐ শুষ্ক বীজগুলি পুতিতে হইবে। গামলার মাটীতে কিছু বালি ও দুই বৎসরের পুরাতন সার চূর্ণ মিশ্রিত থাকা আবশ্যক। এই গামলাটীকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিতে হইবে। যখন অঙ্কুর সকল ৩।৪ ইঞ্চি হইবে তাহাদিগকে পৃথক পৃথক আধারে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, এবং গাছগুলি ২।৩ ফিট বড় হইলে যে স্থানে উৎকৃষ্ট মাটী আছে ও যেখানে রৌদ্র ও জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে সেই স্থানে বড় বড় গর্ত্ত কাটিয়া সার ও ভাল মাটীতে পূর্ণ করিয়া গাছগুলি রোপণ করিতে হইবে। বেশ বড় বড় পেঁপে প্রস্তুত করিতে হইলে এককালে কুঁড়ি ও ৫।৬টা পেঁপে ব্যতীত আর কিছুই গাছে রাখা উচিত নয়। সুপক্ক অবস্থায় ভক্ষণ করিলে ইহাতে পাকা আম্রের গন্ধ পাওয়া। কাঁচা কিম্বা ডাঁশা অবস্থায় ইহাকে আপেলের পরিবর্ত্তে রাঁধিতে পারা যায় ইহাতে একটু লেবুর রস ও চিনি দেওয়া আবশ্যক।

০০০

প্রণয়ী—সুন্দরি! বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা চুম্বনকে অতি বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া থাকেন। ইহা কি ঠিক?

প্রণয়িণী—সত্য বটে ইহাতে মন উতলা হয় আর বুকটাও কেমন ধড়ফড় করে।

* * *

প্রশ্ন। কোন্ বস্তু মানুষে পাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ পাইলেও ত্যাগ করিতে চাহে না?

উত্তর—টাকযুক্ত মস্তক।

* * *

প্রশ্ন। স্বামী স্ত্রীর কোন্ অবস্থা কখনও দেখিতে পায় না?

উত্তর—বিধবাবস্থা।

* * *

ছাত্রের রাজভক্তি—এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলসন সাহেব মহারাণীর অবৈতনিক চিকিৎসকের পদ পাইয়া, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জ্ঞাতার্থে বোর্ডে লিখিয়া দেন "অধ্যাপক উইলসন আজ হইতে মহারাণীর অবৈতনিক চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন"। অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে একটী ছাত্র তাহার নীচে লিখিয়া দিল "পরমেশ্বর মহারাণীকে রক্ষা করুন"। পরে অধ্যাপক নিজে এইটি দেখিয়া মৃদু হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

* * *

আয় ব্যয়—"আর বুঝাইলেই বা কি হইবে নারীজাতির ক্রমোন্নতির ভরসা নাই" এই বলিয়া বাড়ীর কর্ত্তা একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। প্রতিবেশী নিকটে বসিয়াছিলেন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মহাশয়, কি হ—" "কি হইয়াছে? উন্নতি আর কিসে হইবে, তাহাদিগকে অর্থনীতির প্রথম সূত্রটী বুঝাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। কাল আমি বাড়ী ছিলাম না শুনিলাম যে আমার ছোট মেয়েটী একটী দুয়ানি গিলিয়া ফেলিয়াছিল, আর আমার স্ত্রী কিনা সেই

দুয়ানিটি পাইবার জন্য একজন ডাক্তার আনাইয়া তাহাকে আট টাকা দিল।"

* * *

অদ্ভুত ডিম্ব। ভিক্‌টোরিয়া সহর হইতে ডাক্তার মিচেল্ গত মাসের ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগ্যাজিনে (Strand Magazine) একটী মজার ডিমের সংবাদ পাঠাইয়াছেন। একটী ছোট মুরগীর ডিম সিদ্ধ করা হয়, এবং ভাঙ্গা হইলে ইহার ভিতর হইতে ৪৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ½ ইঞ্চি চৌড়া একগাছি ফিতা পাওয়া যায়। ইহার রং ঘোর হরিদ্রাবর্ণ এবং অনেকটা লম্বা বুটের ফিতা বলিয়া বোধ হয়। ফিতা গাছি ডিমের ভিতর পাকান অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ইহার মধ্যস্থলে একটী শক্ত গ্রন্থি ছিল।

* * *

দন্ত বেদনা। প্রথম একমুখ গরমজল ও তৎপরেই ঠাণ্ডা জল মুখে পুরিয়া কুল্লি কর। কএকবার গরম হইতে ঠাণ্ডায় শীঘ্র পরিবর্ত্তনে বেদনা দূর হয়।

* * *

কীটদষ্ট দন্ত। যে দাঁতটী পোকা ধরিয়া ক্ষয়িয়া গিয়াছে তাহা মেরামত করিতে হইলে, জল ফুটাইয়া তাহাতে একটু গটাপার্চ্চা (Guttapercha) ফেলিয়া দাও। গটাপার্চ্চা নরম হইলে একটু আঙ্গুলে করিয়া লইয়া দন্তগহ্বরে চাপিয়া বসাইয়া দাও। তাহার পর শীতল জলে দুই তিনবার কুলকুচা করিলেই ইহা শক্ত হইয়া যাইবে। এরূপ করিলে ভগ্ন দন্ত হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয় না এবং দাঁতে ঠাণ্ডা লাগে না।

* * *

আত্মপ্রসাদ।

প্রশ্ন। আত্মপ্রসাদ কাহাকে বলে ?

উত্তর। নিজের তহবিল মিলাইয়া টাকা বাড়িয়াছে দেখিলে।

* * *

বিচারকের রায় শুনিয়া ব্যারিষ্টার বলিয়া উঠিলেন—উঃ কি অসার ও বে আইনী রায়! বিচারক তখন ব্যারিষ্টারের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনি কি বলিতেছেন? ব্যারিষ্টারপ্রবর উত্তর করিলেন—"হুজুর আমি উচ্চৈঃস্বরে চিন্তা করিতেছি মাত্র।"

* * *

প্লেগের ঔষধ—গত বৎসর "ঐ বাঘ ঐ বাঘ" চীৎকারের ন্যায় "ঐ প্লেগ ঐ প্লেগ" রবে আমাদের দেশ তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রাখালের যেমন মিথ্যা চীৎকার পরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল—সত্য সত্যই বাঘ আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তেমনি আজ এক বৎসর যাইতে না যাইতে প্লেগ আসিয়া সত্য সত্যই দেশটাকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্লেগ ব্যাধির আক্রমণের মধ্যেও আমাদের বিশেষ সুখ এই যে আমরা রাজার কৃপায় এবার প্লেগের দারুণ বিধি হইতে মুক্ত। যাহা হউক এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ডাক্তার সরকার "ইগ্নেসিয়া" নামক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। ইহা ব্যবহারের নিয়ম এই যে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক ফোঁটা করিয়া ইগ্নেশিয়া(৩০) সপ্তাহে দুইবার বা একবার করিয়া সেব্য। অপ্রাপ্ত বয়স্কের প্রতি উহার অর্দ্ধেক মাত্রা ব্যবহার্য্য। ইগ্নেসিয়ার সুঁটি প্রায় কলাই সুঁটির ন্যায়। ঐ সুঁটি দেহে ধারণ

করিলেও প্লেগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই সুঁটি ডাক্তারখানা ও বেণের দোকানে বিক্রয় হয়।

* * *

প্রশ্নযুগলের এক কথায় উত্তর দান।

জাল দিয়ে জলাশয়ে কেবা মাছ ধরে।
দোষী বা চোরেরা শাস্তি কোথা ভোগ করে ?
জেলে।

কোন্ ফুল শুভ্র ক্ষুদ্র পূর্ণ পরিমল।
কাকের ভক্ষণাসাধ্য কোন্ পক্কফল ?
বেল।

কার লোভে অলিকুল প্রফুল্লে বিহরে ?
কোন্ ঋতু সমাগমে কোকিল কুহরে ?
মধু।

কাচকে কাটিয়া কেবা করে খান খান ?
কে নাশিল হিংসা ভরে কুন্দের পরাণ ?
হীরা।

রমণীর কোন স্থানে ফুল শোভা পায় ?
শয়তেতে কোন্ ফুল হেসে মরে যায় ?
কেশে।

কোন্ রোগ রাসভের হয় না জীবনে ?
শোভে তরু কিশলয়ে কার আগমনে ?
বসন্ত।

ভারতের কোন দিকে স্থিত হিমালয় ?
কোন নামে পরিচিত বিরাট তনয় ?
উত্তর।

বিহরে গগন তলে কারে লয়ে শশী ?
ভ্রমরের মাথা খেলে কোন সর্ব্বনাশী ?
রোহিণী।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

কোকিল—মাঘ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। মাসিক পত্র, ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও ছাত্রদিগের দ্বারা পরিচালিত। ইহার কলেবর প্রায় আত্ম কথাতেই পরিপূর্ণ, তবে "ইতিহাস" প্রবন্ধটী উল্লেখ যোগ্য বসন্তাগমে 'কোকিল' চিরপ্রসিদ্ধ স্বভাব বশতঃ নীরব হইয়া না যায় এই আমাদের কামনা। "কোকিলের" দীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রার্থনা করি।

কুসুম—মাসিকপত্র, আকার ডিমাই ১২ পেজী মূল্য বৎসরে তিন আনা মাত্র। ইহাও মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের কতিপয় ছাত্র দ্বারা পরিচালিত। আমরা কুসুমের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা একত্রে পাইয়াছি। "কুসুম" ক্ষুদ্র হইলেও সৌরভ হীন নহে, ইহাতে অনেক গুলি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "কুসুম" অকালে না ঝরিয়া যায় এই আমাদের কামনা।

নব্যভারত—১৬শ খণ্ড, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, পৌষ ও মাঘ ১৩০৫। "রাজনীতি ও স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র" প্রবন্ধে লেখক শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় দু এক স্থানে অমবধানতা ও অসংযমতার পরিচয় দিয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন "এ নেশা (রাজনীতি) নিষ্কর্ম্মায় করে, নির্ব্বোধে করে, নিন্দুকে, নিঃসম্বল ব্যক্তিরা কিছু বেশী রকম করেন।" দাদা ভাই নাওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, ডব্লু, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, এম, বসু প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিরা কিছু "বেশী রকম করেন" একথা লেখকের স্মরণ থাকা উচিত ছিল।

আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন "আইন ব্যবসায়ে বিপুল বিদ্যা-বিশারদ ব্যবহারজ্ঞ, বিজ্ঞ ও বিশুদ্ধচিত্ত উকিল ব্যারিষ্টারের ন্যায় যেমন মস্তিষ্ক হীন, মূর্খ ও মিথ্যা উপজীবি মোক্তার" ইত্যাদি। অভাগা মোক্তারদিগের উপর লেখকের এত রাগ কেন ? কি রাজনীতি, কি ধর্ম্ম, কি আইন ব্যবসায় সকল বিষয়েই ভাল মন্দ লোক বিদ্যমান, তবে দুএক জনের দোষে কোনও সম্প্রদায় বিশেষকে অথবা গালি দেওয়া অতীব অন্যায়। "বিদায় গাথা" পদ্যটী মন্দ নয়, ভাবব্যঞ্জক। 'স্পেন ও আমেরিকার যুদ্ধ প্রবন্ধটীতে কিউবার প্রাকৃতিক বিবরণ ও প্রাচীন ইতিহাস, স্পেনিয় শাসন, কিউবাবাসীদিগের প্রতি ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের লোকের সহানুভূতি, কিউবা উদ্ধার করিতে ইউনাইটেড-ষ্টেট্‌সের সঙ্কল্প গল্পচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। 'উদয়ন আচার্য্য' প্রবন্ধে লেখক শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্য মিথিলাবাসী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী হইতে পৃথক ব্যক্তি ও এতদ্ সম্বন্ধে 'বিশ্বকোষ' অভিধানের মত ভ্রমপূর্ণ এই সকল প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; প্রসঙ্গ ক্রমে সংস্কৃত কবি শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে ডা: ৺ রাজেন্দ্রলালা মিত্র; বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিতবর চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতির মত ভ্রমপূর্ণ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। লেখকের মত ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য। "ব্রহ্ম ও জগৎ" প্রবন্ধ ধর্ম্মবিষয়ক ইহাতে লেখক স্বাভিলষিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও তদ্‌বিরুদ্ধে স্বকল্পিত আপত্তি গুলি খণ্ডন করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। 'খোকার বিলাতের পত্র' কৌতূহলজনক কিন্তু ভাষা সকল স্থলে মার্জ্জিত নহে। 'দিগ্বিজয়ী বীর' কবিতাটি পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়াছি। ইচ্ছা ছিল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব কিন্তু স্থানাভাব। 'শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা ও সমন্বয় ভাষ্য' প্রবন্ধে

পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ রায় উপাধ্যায় কৃত গীতার সমন্বয়ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ সমালোচিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গীতারও সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচনার একস্থলে সমালোচক শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু বলিয়াছেন 'গীতা বুঝিবার জন্য অনেক দার্শনিক গ্রন্থ পড়িয়াছি অনেক জর্ম্মাণ দার্শনিক মূল পুস্তকের অনুবাদ পড়িয়াছি তথাপি গীতা ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই'—আমরা তাঁহার নিরভিমানতার প্রশংসা করি। 'ব্রাহ্মসমাজের দরিদ্র সমস্যাটীতে সম্পাদক আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতন ও হৃদয় হীনতার জলন্ত প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন ও স্বসমাজের দুঃখে কাতর হইয়া ইহার সহিত অজ্ঞাতসারে স্বদেশহিতৈষিতা মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। 'শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা' দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর অমিত্রাক্ষর ছন্দে গীতার বঙ্গানুবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্যাখ্যা ও টীকায় সমন্বিত। স্মৃতি একটী পদ্য—কষ্টকল্পনায় লিখিত বলিয়া বোধ হয়। 'মহাত্মা গোবিন্দ মোহনের বিদ্যাবিনোদ প্রবন্ধ উক্ত মহাত্মার ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ পত্র।

মুকুল—চতুর্থ ভাগ ফাল্গুন ১৩০৫। ১১শ সংখ্যা। এবারকার মুকুলে প্রসিদ্ধ জেমসেটজী তাতার চিত্র ও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও পড়িবার যোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ। 'পরিবেয়' প্রবন্ধটী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল।

দারোগার দপ্তর—রাণী না খুনি, ৮০।৮১ম সংখ্যা। গল্পটী কৌতূহল-প্রদ। ভাষা মন্দ নহে কিন্তু দুই এক স্থলে সামান্য দোষ আছে যথা 'খরিদ করিয়াছিলাম না' 'নষ্ট হইয়াছিল না' ওরূপস্থলে "করি নাই" "হয় নাই" ইত্যাদি প্রয়োগই প্রচলিত।

মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রণীত ও প্রকাশিত

হিন্দু শাস্ত্র—প্রথম খণ্ড	৫৲
ঐ —দ্বিতীয় খণ্ড	৫৲
বঙ্গবিজেতা	১৷৷০
মাধবীকঙ্কণ বা যমুনায় বিসর্জ্জন	১৷৷০
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা	১৷৷০
মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত	১৷৷০
সংসার	১৷৷০
সমাজ	১৷৷০

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।—পুস্তকগুলি উত্তম কাপড়ে বাঁধাই, ভাল বিলাতী কাগজে ছাপা ও গ্রন্থকারের প্রতিমূর্ত্তি সহ।

LECTURE NOTES

DELIVERED BY

PROF. H. M. PERCIVAL, M.A,

ON

BLACKIE'S SELF-CULTURE ... ... 8 as.

TURNER'S SELECTIONS FROM WORDSWORTH ... 6 as.

TO BE HAD OF

Messrs S. K. Lahiri & Co., 54, College Street.
„ B. Bannerji & Co., 25, Cornwallis Street.
„ S. C. Auddy & Co., 58, Wellington Street.
„ S. C. Bose & Co., 79-2, Harrison Road.
Messrs Bose Brother, 56, College Street.

পুষ্পাঞ্জলি—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

শ্রীরসময় লাহা। বিরচিত। আকার ক্রাউন ৮ পেজী ৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৹ আনা, ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীচন্দ্র নাথ বসু, এম্, এ, বি, এল্, পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, শ্রীবরদা চরণ মিত্র, এম্, এ, সি এস্, শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্, এ, বি এল্, শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং কলিকাতা গেজেট, ভারতী প্রভৃতি —সংবাদ পত্র কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে প্রশংসিত।

নিবেদন।

গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন যেন এই সংখ্যা প্রাপ্তিমাত্রেই তাঁহারা প্রয়াসের সামান্য মূল্যটী পাঠাইয়া বাধিত করেন। অতঃপর অগ্রিম মূল্য না পাইলে আর কাহাকেও প্রয়াস পাঠান হইবে না। মণি অর্ডার কুপনে নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা কর্ত্তব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

বাবু নিবারণ চন্দ্র বন্দো, ভবানীপুর		১।৹	বাবু মতিলাল নন্দী	ঐ	১।৹
বাবু যামিনী চাঁদ দেব, কলিকাতা		১।৹	বাবু পুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১।৹
বাবু হেরম্ব নাথ সেন	ঐ	১।৹	বাবু পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১
বাবু ভূপতি নাথ বিশ্বাস	ঐ	১	বাবু নারাণ চন্দ্র দে	ঐ	১
বাবু কুঞ্জ বিহারী চন্দ্র	ঐ	১॥৹	বাবু রাস বিহারী সেন	ঐ	১।৹
বাবু পুলিন বিহারী শীল	ঐ	১।৹	বাবু অমরেন্দ্র নাথ বানার্জ্জি	ঐ	১
শ্রীমতী গিরীবালা দেবী	ঐ	১।৹	বাবু নৃপেন্দ্র নাথ সেন	ঐ	১।৹
বাবু প্রসন্ন কুমার দত্ত	ঐ	১।৹	বাবু মন্মথ নাথ সেন	ঐ	১
বাবু রমানাথ দত্ত	ঐ	১।৹	বাবু শরৎ চন্দ্র দে	ঐ	১।৹
বাবু দ্বারকা নাথ ঘোষ	ঐ	১	বাবু শ্যাম সুন্দর দে, জলসুখা		১।৹
বাবু সতীন্দ্র নাথ সরকার	ঐ	১	বাবু শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রাজসাহী		১।৹
বাবু যোগেশচন্দ্র বসু	ঐ	১	বাবু সত্য চরণ চক্রবর্ত্তী, বেরিলী		১।৹
বাবু বিপিন বিহারী সেন, দ্বারভাঙ্গ		১।৹	বাবু সুরেন্দ্র কুমার রায়, কাঁথী		১।৹
বাবু প্রেমেন্দ্র কৃষ্ণ দেব, কলিকাতা		১।৹	মিঃ এস্ মিত্র, নেপাল		১।৹
বাবু চারু চন্দ্র বসু	ঐ	১।৹			ক্রমশঃ।